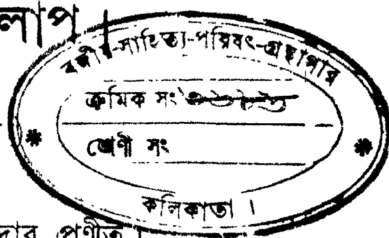


নিভৃতবিলাপ।



(কাব্য)

শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার প্রণীত।

Lord of love, the burdens lighten
Of all those who weep ;
Unto all sad vigils keeping
Send down blessed sleep
With Thy boundless love unfailing,
Hush the broken heart's wild wailing ;
All in mortal anguish quailing,
Soothe with slumbers deep.

Sophie Frances Fane Veitch.

ওরিএণ্টাল পাবলিসিং হোম হইতে
প্রকাশিত।

২৮ নং বিডন রো উইলকিন্স প্রেসে
জে, এন, বসু দ্বারা মুদ্রিত।

কলিকাতা

১৩১৩।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

This Little Book

IS

DEDICATED

TO

MOHAMMEDBHOY ALLIBHOY EBRAHIMJEE, Esq.

WITH WHOSE BENEVOLENT HELP

AND

KIND ENCOURAGEMENT

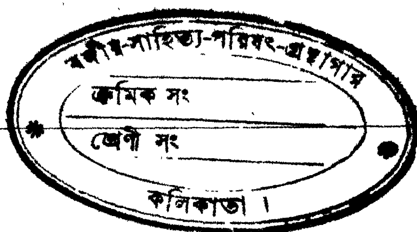
IT IS PUBLISHED,

AS A HUMBLE TOKEN OF THE AUTHOR'S

DEEPEST GRATITUDE FOR HIS UNIFORM KINDNESS

and

SINCEREST REGARD FOR HIS PIETY.



গ্রন্থসূচনা।

মানুষের প্রথম উদ্যমের ফল যতই নিকৃষ্ট হউক না কেন তাহার নিকট অতি সুন্দর, অতি প্রিয়বস্তু। এই প্রিয়বস্তু তাহার ঈদৃশ চিত্ত আকর্ষণ করে, হৃদয়কন্দর আনন্দরসে এরূপ পরিপ্লাবিত করে, যে, সে জনসাধারণের নিকট হৃদয়ের আনন্দ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে না। আমি অতি শৈশবকালে, দশম ও একাদশ বর্ষে কতকগুলি কবিতা লিখিয়াছিলাম; তন্মধ্যে 'শীতল জল' শীর্ষক কবিতাটী সর্ব্বপ্রথম। এই সকল কবিতা 'বাল্যগাথা' নাম দিয়া পরে মুদ্রিত করিবার ইচ্ছা রহিল। কিন্তু 'নভূতবিলাপ' যৌবনকালীন প্রথম উদ্যমের ফল। প্রথম উদ্যমের ফল বলিয়াই অতীব প্রিয়বস্তু; এবং প্রিয়বস্তুর প্রতি স্নেহান্ধতা বশতঃই এই ক্ষুদ্র কবিতাপুস্তক খানি 'কাব্য' বিশেষণে বিশেষিত করিয়া জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি। এই গ্রন্থের কিয়দংশ রচনা করিবার পর সিটিকলেজিয়েট স্কুলের প্রধান পণ্ডিত পরমারাধ্য ৺ক্ষেত্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তঃপাতী ধান্দিয়া স্কুলের প্রথম শিক্ষক পরমপূজনীয় ৺চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শিক্ষক মহোদয় দ্বয়কে দেখাই। তাঁহারা অতি আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়া সবিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। গ্রন্থকারের দুর্ভাগ্য যে তাঁহারা পুস্তকখানি মুদ্রিতাকারে দেখিতে পাইলেন না। গ্রন্থখানির রচনা

সম্পূর্ণ হইবার পর সিটিকলেজের শ্যামবাজার ব্রাঞ্চস্কুলের সুযোগ্য প্রবীণ হেড্‌পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার কবিচন্দ্র মহাশয়ের উপর ইহার সংশোধনের ভারার্পণ করি। তিনি অতি যত্নপূর্ব্বক পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া যে যে স্থানে সংশোধন করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলেন কৃপাপ্রদর্শনপূর্ব্বক সেই সেই স্থান পরিবর্ত্তন করিতে উপদেশ প্রদান করেন। পুস্তকখানি সংশোধিত হইবার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র সংস্কৃত পরীক্ষক সুধীপ্রবর পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন, এম্, এ, বি, এল্, মহোদয় অনুগ্রহ পুরঃসর পাঠ করেন এবং সন্তোষ প্রকাশপূর্ব্বক মুদ্রাঙ্কনের জন্য উৎসাহপ্রদান করেন। তৎপরে সুপ্রসিদ্ধ সোমপ্রকাশ পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন কবিভূষণ মহোদয় পুস্তক পাঠে অতীব সন্তোষপ্রকাশ পূর্ব্বক মুদ্রিত করিবার জন্য সবিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। এই সকল সহৃদয় মহাত্মাগণের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে সহৃদয় পাঠকবর্গের মধ্যে যাঁহারা আমার ন্যায় শোকতাপবিধুর, তাঁহাদের শোকসন্তপ্তহৃদয়, যদি পুস্তক পাঠে কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করে, আমার সমস্ত পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা করিব। অলমিতি বিস্তরেণ।

ধান্দিয়া, সাতক্ষীরা,
ডিসেম্বর, ১৯০৬ খৃঃ। } গ্রন্থকার।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যাতত্র সুদুর্লভা।
কবিত্বং দুর্লভং তত্র শক্তিস্তত্র সুদুর্লভা॥

মানব প্রাণিজগতের শ্রেষ্ঠ জীব। এই শ্রেষ্ঠ জন্ম লাভ করিয়া বিদ্বান্ বলিয়া পরিচিত হওয়া অতীব সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু বিদ্বান্ হইলেই যে তিনি কবিতা লিখিতে সমর্থ হন এরূপ নহে, কবিতা লিখিতে সমর্থ হইলেও কবিত্ব শক্তি লাভ ইহ সংসারে সুদুর্লভ। এজন্য কবিগণ অমর বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

কোন্ কোন্ অবস্থায় এই সুদুর্লভা কবিত্বশক্তির উন্মেষ হয়? যখন প্রিয়বস্তুর সহিত মানুষের চির-বিরহ উপস্থিত হয়, বিরহের নিষ্পেষণে মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, প্রাণের মধ্যে কি এক অননুমেয় অভাব উপলব্ধি হয়, পার্থিব কোন পদার্থ সে অভাব মোচন করিতে পারে না, পার্থিব কোন প্রকার ভোগবাসনা চরিতার্থ দ্বারা তাহার পরিতৃপ্তি হয় না, তখন মানুষ অস্থির হইয়া উঠে, শোক

সাগরে নিমগ্ন হইয়া পড়ে। তাই মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত লিখিয়াছেন ;—

"—হৃদয়বৃন্তে ফুটে যে কুসুম,
তাহারে ছিঁড়িলে কাল, বিকল হৃদয়
ডোবে শোকসাগরে, মৃণাল যথা জলে,
যবে কুবলয়ধন লয় কেহ হরি।"

এই এক অবস্থা যখন মানুষের হৃদয়ের শোকোচ্ছ্বাস সহস্রমুখে অবিরল ধারায় বিনির্গত হইতে থাকে।

আর যখন মানুষ নিসর্গের শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে বিমোহিত হয়, প্রকৃতির মধ্যে বিশ্বপতির বিশ্বম্ভরমূর্ত্তি দেখিতে পায়, এই বিশাল বিশ্বে ভগবানের অবিসম্বাদী প্রেমময় বিকাশ (১) দেখিতে

(1.) Though temples crowd the crumbled brink,
O'er hanging Truth's eternal flow,
Their tablets hold with what we think,
Their echoes, dumb to what we know,
That one unquestioned Truth we read,
All doubts beyond, all fear above,
Nor crackling piles nor crushing creed,
Can burn or blot it God is Love.

Holmes.

পায়, তখন মানুষের প্রেম ও ভক্তিপ্রবণহৃদয় স্থির থাকিতে পারে না, তাই প্রেমিক কবি রঙ্গলাল লিখিয়াছেন ;—

"আয় মন ! চল যাই সেই সব দেশে,
যথায় প্রকৃতি সাজে মনোহর বেশে,
দেখিব বিচিত্র শোভা শৈল আর জলে,
শ্রবণ জুড়াবে তটিনীর কলকলে।"

এই এক অবস্থা যখন মানুষ প্রেম ও ভক্তির ওতপ্রোতবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। ভাবুক জনের ভাবকূপ উদ্বেলিত হইয়া উঠে। ভাব স্রোত প্রেম ও ভক্তি মিশ্রিত হইয়া অবিরল ধারায় বিনিঃসৃত হইতে থাকে।

প্রধানতঃ এই দ্বিবিধ অবস্থায় কবিত্বশক্তির উন্মেষ হয়। ফলতঃ মানব মনের অতীব প্রবলা আবেগময়ী বৃত্তি সকল স্বাধীন ভাবে প্রকাশের অবকাশ প্রাপ্ত না হইলে কবিত্বের বিকাশ হয় না। সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ কবি মিল্টনের জীবনীলেখক মার্ক প্যাটিসন এই মত পরিপোষণ করিয়াছেন। (২)

(2) "The strongest and most universal of human

"যাবন্তু কুরুতে জন্তুঃ সম্বন্ধান্ মনসঃ প্রিয়ান্
তাবদস্য নিখন্যন্তে হৃদয়ে শোকশঙ্কবঃ।"

জীব প্রিয় বস্তুর সহিত যত দিন মনের সম্বন্ধ স্থাপন করে ততদিন শোকশলাকা তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিতে থাকে। বাহ্যবিষয়প্রীতিই দুঃখের হেতু। যতদিন না ইহা ত্যাগ হয় ততদিন দুঃখও যায় না। সুখ দুঃখ অলীক ও ক্ষণিক বলিয়া ইহা পণ্ডিতগণের সেব্য নহে।

সুখ ও সুখের ভোগ সমস্তই দুঃখ, পরিণাম তাপ সংস্কার "দুঃখৈগু ণবৃত্তিবিরোধাচ্চ সর্ব্বমেব দুঃখং বিবেকিনঃ," পরিণামে তাপ, ভোগকালে ভয় ও দুঃখ. এবং সর্ব্বপ্রকার ভোগের অবসানে অনুতাপ, বিস্ময় ভোগকালে সত্ত্বরজস্তমগুণসমূহের বিরোধ ঘটে এজন্য বিবেকিগণ সকলই দুঃখ বিবেচনা করেন।

শৈশবকালে মানুষের প্রিয়বস্তুর সহিত চির-

---

passions when allowed freedom, light, and air becomes poetic inspiration, the same passion coerced by police is but driven underground."

Milton by Mark Pattison,

বিচ্ছেদ ঘটিলে শোকোচ্ছ্বাস দ্বারা সেই চিরবিরহ-জনিতযন্ত্রণা অনেক পরিমাণে প্রশমিত হয় এবং ক্রমশঃ মানুষেরও প্রিয় বস্তুর সহিত মনের সম্বন্ধ শিথিল হইয়া পড়ে। কিন্তু যখন মানুষের যৌবন-কাল উপস্থিত হয়, শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পূর্ণ-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক বৃত্তিগুলিও সমধিক স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা হৃদয়ে প্রবলরূপে জাগরিত হইয়া উঠে, তখন মানুষ আর স্থির থাকিতে পারে না। মানুষ পুনরায় প্রিয় বস্তুর সহিত মনের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া ফেলে; অতীত শোক নবী-ভাবাপন্ন হইয়া উঠে, নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। অশ্রু বিমোচন বা বাহ্য উচ্ছ্বাস দ্বারা সে শোকের অপনোদন হয় না। কারণ মানুষ তখন প্রিয় বস্তুর সাক্ষাৎ মূর্ত্তি দেখিতে চায়, প্রিয় বস্তুর উপর কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে চায়। যখন মানুষ সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে সেই প্রিয়বস্তুর উদ্দেশ পায় না, তখন তাহার মানসিকগতি ভিন্নপথে পরিচালিত হয় এবং একমাত্র সেই সারাৎসার পরমব্রহ্মকেই বিশ্ব-

জননীরূপে অবলম্বন করিয়া জননীর খেদ মিটায়; বিশ্বপাতৃরূপে অবলম্বন করিয়া পিতার খেদ মিটায়; এবং জগৎসখিরূপে অবলম্বন করিয়া সখার খেদ মিটায়।

যখন মানুষ বিশ্বজননীমূর্ত্তির আশ্রয়গ্রহণ করে, তখন কাতরকণ্ঠে উচ্চারণ করিতে থাকে ঃ—

নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমান স্বরূপে নমস্তে মহাযোগিনী জ্ঞানরূপে।
নমস্তে নমস্তে সদানন্দরূপে নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥
অপারে মহাদুস্তরেঽত্যন্তঘোরে বিপদ সাগরে মজ্জতাং দেহভাজাং
ত্বমেকাগতির্দ্দেবি নিস্তার নৌকা নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহিদুর্গে॥

জগতের চিন্তা সদা হৃদয়ে তোমার।
মহতী যোগিনী জ্ঞান রূপের আধার॥
সদানন্দরূপা তুমি প্রণমি তোমায়।
ভুবনতারিণি দুর্গে তার মা আমায়॥
দুস্তর অপার ঘোর মহা পারাবার।
বিপদ সাগরে মগ্ন এ দেহ আমার॥
তব পদতরি মাত্র করিতে উদ্ধার।
ভুবনতারিণি দুর্গে কর মা নিস্তার॥

জীবের এই কাতরোক্তিতে বিশ্বজননী প্রীত হইয়া অভয়বাণী প্রদান করেন। জীব শুনিতে পায়

তিনি যেন বলিতেছেন,—"মামেকং শরণং ব্রজ"। আমাকেই একমাত্র অবলম্বন কর; আমাতেই শান্তি, আমাতেই তৃপ্তি।

"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে"—অর্থাৎ ভগবানের প্রতি তীব্র অনুরাগের নামই ভক্তি। এই ঈশ্বরভক্তি ও ঈশ্বরপ্রেম ব্যতিরেকে দ্বিতীয় অবস্থার শোকাপনোদনের গত্যন্তর নাই। এজন্য শোকের এই দ্বিতীয় অবস্থার উচ্ছ্বাসগুলির প্রবাহ বিভিন্ন প্রকার পরিলক্ষিত হয়। এই ক্ষুদ্র পুস্তকের অন্তর্গত কবিতাগুলি শোকের দ্বিতীয় অবস্থার উচ্ছ্বাস মাত্র।

কবিতার অন্তর্গত অদৃষ্টবাদ ও প্রাক্তনফল সম্বন্ধে সম্প্রদায় বিশেষের মত দ্বৈধ থাকিলেও সে বিষয়ের সমালোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজনবোধে পরিত্যক্ত হইল।

শুষ্ক তৃণ মধ্যে অগ্নি যেমন তাড়িত বেগে ব্যাপ্ত হয়, তেমনি, ভাব ও ভাষার যে গুণ বিদ্যমান থাকিলে তাহা ক্ষিপ্রভাবে সমগ্র হৃদয়ে পরিব্যাপ্ত

হইয়া পড়ে তাহাকে 'প্রসাদগুণ' বলে। (৩) প্রসাদ গুণ কবিতার বিশেষ গুণ। এই ক্ষুদ্র পুস্তকের অন্তর্গত কবিতাগুলির এই গুণ কি পরিমাণে আছে তাহা নিরপেক্ষ সমালোচকগণের বিচারাধীন।

কারণ নিরপেক্ষ সমালোচকগণ,—

"সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ নব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং।
নানৃতঞ্চ প্রিয়ং ব্রূয়াদেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥"

এই মনু বচনের প্রতি লক্ষ্য রাখেন না। তাঁহাদের নিরপেক্ষ সমালোচনা দ্বারা প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থ কর্ত্তৃদিগের সবিশেষ উপকার সাধিত হয়।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মধ্যম পাণ্ডব অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন ঃ—

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয়! তৎকুরুষ মদর্পণং॥

---

(৩) "চিত্তং ব্যাপ্নোতি যঃ ক্ষিপ্রং শুষ্কেন্ধনমিবানলঃ।
স প্রসাদঃ সমস্তেষু রসেষু রচনাসু চ॥" —
(সাহিত্যদর্পণম্)।

শুভাশুভ ফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সংন্যাস যোগযুক্তাত্মা বিমুক্তোমামুপৈষ্যসি।"

(গীতা)। (৪)

হে কৌন্তেয় ! তুমিও যে কোন শাস্ত্রীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর. যে আহার কর, যে হোমাদি কর, যে তপস্যা কর, তৎসমস্তেরই ফল আমাতেই সমর্পণ করিও।

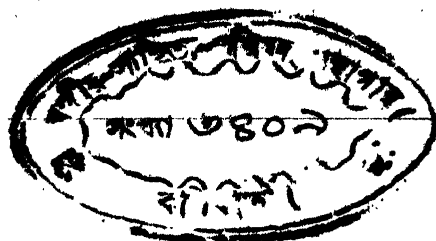
এইরূপ করিলে শুভাশুভ ফল দায়ক অদৃষ্টবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবে এবং এইরূপ সংন্যাস যোগের দ্বারা যুক্ত হইয়া বিমুক্তি লাভ করতঃ আমাকে লাভ করিতে পারিবে।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকের গ্রন্থকারও কবিতাগুলির অন্তর্গত ভাব ও উক্তি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অতি দীনহীন ভাবে ভক্তি সহকারে সমর্পণ করিয়া শুভাশুভ ফলদায়ক অদৃষ্টবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবার পক্ষে নিশ্চিন্ত রহিল। অলমিতি বিস্তরেণ।

---

(8) "Whether therefore ye eat, or drink, or whatsoever ye do, do all to the glory of God."

I. Corinthians, X. 31.



পিতৃহীনযুবক।

"পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

(বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণম্)

১

শৈশবেতে ছিল সদা প্রফুল্ল আনন,
মানসরঞ্জন চিত্তকুসুমকানন,
জানি নাই এ সংসার দুঃখের আগার,
জানি নাই এ সংসার দুঃখপারাবার,
ভাবি নাই এ সংসার শোকনিকেতন,
ভাবি নাই এ সংসারে অসংখ্যবেদন,
জানি নাই এ সংসারে অশান্তি অপার,
জানি নাই এ সংসার মোহপারাপার,
কে জানিত সংসারের মরীচিকাদলে,
জীবাত্মাপথিক ভ্রমে খেলে কুতূহলে।

২

আধ আধ ভাসা ছিল যুগলনয়ন,
মধুময় শৈশবের পবিত্র জীবন,
কভু মৃদু মৃদু হাসি, কভু বা ক্রন্দনে,
হাসাতেম কাঁদাতেম পুরবাসিজনে,
কভু বা আনন্দে কর করি প্রসারণ,
ঝাঁপিতাম পিতৃকোলে লভিতে চুম্বন,
আনন্দেতে পিতা মোকে সোহাগ করিয়া
সুখসিন্ধুনীরে তিনি যেতেন ডুবিয়া,
আনন্দলহরী তাঁকে করি উত্তোলন,
দেখাইত কত মোর ভাবী সুলক্ষণ।

৩

স্নেহের পুতলি ছিনু স্নেহেতে পালিত,
সোহাগেতে সদা চিত হ'ত প্রফুল্লিত,
ভাবিতাম এইরূপে কাটিবে জীবন,
ভাবিতাম এ সংসার শান্তিনিকেতন,
ভাবিতাম এ সংসার সুখের আগার,
ভাবিতাম এ সংসার সুখপারাবার,

ভাবিতাম সুখসূর্য্য রবে প্রকাশিত,
ভাবিতাম কখন না হবে অস্তমিত,
অথবা ভবিষ্যচিন্তা উদিয়া তখন,
আকুলিত করে নাই মম প্রাণমন।

৪

আশায় জগত মুগ্ধ আশাধীন নর,
আশাচক্র আবর্ত্তনে ঘোরে নিরন্তর,
মানবের হৃদিমাঝে আশাপুত্তলিকা,
করিছে মীমাংসা জীবনের প্রহেলিকা,
আশাপ্রতিবিম্ব পড়ি হৃদয়দর্পণে,
জলবিম্ববৎ লুপ্ত হয় ক্ষণে ক্ষণে,
তবুও আশায় মুগ্ধ বিচিত্র কেমন,
কে বল জগত গতি করিবে খণ্ডন!
হায় কত আশা হৃদে করিয়া পোষণ,
আনন্দেতে পিতা মম ছিলেন মগন।

৫

জ্ঞানরূপ পরিচ্ছেদে করিতে সজ্জিত,
সদ্‌গুণে মম চিত করিতে ভূষিত,

বড়ই ছিলহে সাধ অন্তরে পিতার,
কিন্তু হায় মিটিল না সে সাধ তাঁহার,
দেখিতেন ছোট ছোট শিশু কুতূহলে,
পাঠাগারে লেখা পড়া শিখে দলে দলে,
তাঁহার হইত মনে তনয় আমার,
বিদ্যাশিখি উজলিবে মানস তাহার,
মনের বাসনা তাঁর রহিলেক মনে,
আশালতা শুষ্ক কালনিদাঘতপনে।

৬

যদি সবাকার আশা হ'তরে সফল,
কিবা সুখময় স্থান হ'ত ভূমণ্ডল,
সকলে দুরাশালতা করিয়া রোপন,
সঞ্জীবন বারি মূলে করিত সিঞ্চন,
উদ্যমে বাঁধিত হৃদি থাকিত জাগিয়া,
জীবনের শুভদিন প্রতীক্ষা করিয়া,
সুকৃতি দুষ্কৃতি ভেদ না থাকিত আর,
লুপ্ত হ'ত কর্ম্মফল প্রতাপ তাহার,

ঈশ্বরের ধরাধাম পুণ্যধাম হ'ত,
অথবা নরক ধামে হ'ত পরিণত।

৭

মানব সযত্ন বটে অভীষ্টসাধনে,
দৈব প্রতিকূল কিন্তু সাধিবে কেমনে,
বৃথা আশা বৃথা যত্ন মানসে তাহার,
খণ্ডিতে দৈবনির্ব্বন্ধ শক্তি আছে কার!
যতনের ফল ভবে ঘটিবে নিশ্চিত,
যদি দৈব বক্র থাকে ঘটে বিপরীত,
দৈবান্তরিতপৌরুষপুরুষ যেজন,
স্বশক্তিপ্রয়োগে যোগ্য নহে সে কখন,
সাধিতে আপন সাধ ভুঞ্জিতে সুফল,
সংসারসংগ্রামে তার কর্ম্ম হত বল।

৮

সংসারসংগ্রামে পিতা হয়ে খিন্নমন,
ব্যধিগ্রস্ত হয়ে ভুঞ্জি অসহ্যবেদন,
বাসনা জাগিল মনে তখন তাঁহার,
নাশিব প্রবাসে গিয়া যাতনা অপার,

হায়রে অদৃষ্টলিপি কে করে খণ্ডন,
কি প্রকারে যাতনার হইবে মোচন !
নিরদয় কাল বুঝি প্রশস্ত সময়,
সুতীক্ষ্ণ বাণেতে তাঁর বিঁধিল হৃদয়,
স্মরিতে সে সব কথা মরমেতে মরি,
শোকানলে পুড়ে মরি দিবসশর্ব্বরী।

৭

ব্যর্থ অর্থবল, ব্যর্থ ভিষককৌশল,
ব্যর্থ চেষ্টা, ব্যর্থ যত্ন, ব্যর্থ যুক্তিবল,
ক্ষরিততপনতাপে তুহিন যেমন,
(ভূধর অধর যবে ভুঞ্জি নিপীড়ন),
হইয়া সহস্রমুখ শুভ্রঅঙ্গে বয়ে,
প্রবলপ্রবাহে যায় শিলাখণ্ড লয়ে,
যদি অবরোধে পথ, হায়রে তেমতি,
ভাসাইয়া লয়ে গেলা ব্যাধি দুষ্টমতি,
ভিষককৌশল, ছিন্দি হৃদয়বন্ধন,
নিরখি প্রদিষ্টকাল রহিল শমন।

১০

প্রদীপ্তদেউটি যথা নির্ব্বাণসময়ে,
আয়ুঃতৈলক্ষয়ে তার হৃদয়নিলয়ে,
বারেক উজলি উঠি অমনি তখন,
নির্ব্বাপিত হয়ে যায় জনম মতন,
তেমতি করালকাল না ছুঁতে তাঁহার,
জাম্বুনদশুদ্ধগৌরপূতদেহভার,
বারেক সঞ্চারি হৃদে আশা সবাকার,
বারেক দেখায়ে মূর্ত্তি মুক্তজরাভার,
ত্যজি ধরাধাম স্বর্গে গেলেন চলিয়া,
জনমেরি তরে শোকনীরে ভাসাইয়া।

১১

ধন্য পুত্র স্নেহ, তব বিক্রম বিপুল!
যাহে অন্ধ হতবল এ মনুজকুল!
সংসারেতে বীতস্পৃহ যাদের হৃদয়,
যাদের হৃদয় ছিন্নধর্ম্মার্থসংশয়,
তাঁহারাও ক্লান্ত তব কঠোর বন্ধনে,
তাঁহারাও মর্ম্মাহত তোমার পীড়নে,

তোমার বিক্রম ব্যাপ্ত খ্যাত চরাচর,
তোমার বিক্রমে স্তব্ধ ভূচর খেচর,
স্বভাবজ জ্ঞানে দীপ্ত তাদের হৃদয়,
অসীম বিক্রম তব দেয় পরিচয়।

১২

ধন্য পুত্র স্নেহ! হায় তোমার প্রসাদে,
পাশরয় মৃত্যুজ্বালা ক্ষণেক অবাধে
মুমুর্ষু মানব, মায়া করিয়া বিস্তার
ভুলাইয়া অন্তিমের দেও লক্ষ্যতার,
পূর্ণিমা শশাঙ্ক ভাবি মানসচকোর,
পুত্রমুখসুধা পিয়ে আনন্দে বিভোর,
আবার ভবিষ্যচিন্তা উদিলে হৃদয়ে
শোকানল ভস্মকরে হৃদয়নিলয়ে,
আশাজলবিম্ব উঠি চিন্তার সাগরে,
লুপ্ত অবলোকি ঊর্দ্ধে সুনীল অম্বরে।

১৩

মৃত্যুর ভীষণমূর্ত্তি পারেনি তাঁহার,
করিতে হৃদয় মাঝে ভয়েরি সঞ্চার,

অথবা নিষ্প্রভ হায় পিতার আমার,
প্রতপ্তকাঞ্চনগৌরশুদ্ধদেহভার,
কিন্তু এ অধম তাঁর পাপিষ্ঠ নন্দন,
করেছিল ক্ষত হৃদে লবণ ক্ষেপন,
ছিনু বড় আদরের পিতার আমার,
হৃদয় পুতলি ছিনু, কভুনা তাঁহার
করিতেন ক্ষণতরে নয়ন-অন্তর,
না দেখি অধমে শোকে হলেন জর্জ্জর।

১৪

পাশরিতে নাহি পারি হৃদয়ের জ্বালা,
ভুলিলা অন্তিমলক্ষ্য হ'ল জপমালা
অকৃতজ্ঞ অধমের পাপময় নাম,
ক্ষণপরে পিতা মোর গেলা পুণ্যধাম,
ত্যাজিয়া গেলেন পিতা জনম মতন,
ভাবিলানা কার করে করি সমর্পণ,
গেলাম আমার এই আদরের ধনে,
কে আর রহিল তার এ তিন ভুবনে,

শৈশবজীবনে যবে আত্মা সুবিমল,
অশ্রুজল হ'ল মোর জীবনসম্বল।

১৫

শৈশবের মধুময় অজ্ঞানহৃদয়,
এবিষম বিপত্তির ফল বিষময়
পারেনি বুঝিতে, সদা সহাস্যবদন,
কেন মাতা অভাগিনী করেন ক্রন্দন!
ভাবিতাম পিতা মোর আছেন বিদেশে,
কিছু দিন পরে পুনঃ আসিবেন দেশে,
মাঝে মাঝে কূটপ্রশ্ন করি উত্তোলন
করিতাম জননীর হৃদয় দহন,
হায় কোথা শৈশবের মধুময় কাল,
জ্ঞানোদয়ে কেন মোর ঘটিল জঞ্জাল।

১৬

অজ্ঞান তিমিরে যদি থাকিত ডুবিয়া
মানসমন্দির, শোকতরঙ্গ উঠিয়া
নারিত ফেলিতে মোকে অকূলপাথারে,
হায়রে অদৃষ্ট লিপি কে খণ্ডিতে পারে,

জনমেরি তরে পিতা কাঁদিতে আমারে
রাখিগেলা অসহায় মেদিনীমাঝারে,
কাঁদিতে কাতর নহি, জীবনসম্বল
এ ক্রন্দন, দিবানিশি অপাঙ্গ কোমল,
ঝর ঝর ঝরে ঝরি তিতি বক্ষদেশ,
নাশিতে নারিল মোর হৃদয়ের ক্লেশ।

১৭

দিবানিশি এসংসারে অশেষ কারণ,
করিতেছে অধমের হৃদয় দহন,
প্রধুমিত শোকানল দপ্ করি জ্বলি
ভস্মসাৎ করি ফেলে আশালতাবলী,
একাগ্রমনেতে যবে চিন্তার মন্দিরে,
পূজাকরি চিন্তাদেবী, আসি ধীরে ধীরে
কত চিন্তা হয় মোর মানসে উদয়,
অধীর হইয়া পড়ি দেখি শূন্যময়
এভুবন, হায় আমি বলিব কাহারে,
কে আর আছেরে মোর অবনীমাঝারে।

১৮

চিন্তাচিতা জ্বলিতেছে হৃদয়ে আমার,
অসম্ভব অসম্ভব নির্ব্বাণ তাহার,
কোথাকে অমর কবে নশ্বরক্ষিতিতে,
নাহি খেদ তাহে মোর শোকদগ্ধচিতে,
অস্তমিত হলে পরে অজ্ঞানতপন,
যদিরে হ'তরে মোর পিতার মরণ,
যদিরে অন্তিমকালে নিকটে থাকিয়া
পেতাম কাঁদিতে তাঁর চরণ ধরিয়া,
যদিরে নিকটে থাকি অন্তিমসময়ে,
পারিতাম শান্তি দিতে তাঁহার হৃদয়ে।

১৯

যদিরে অন্তিমকালে পেতাম থাকিতে,
পিতঃ পিতঃ বলি আমি পেতাম ডাকিতে,
যদি অশ্রুজল হায় করি বিসর্জ্জন
ধোয়াইতে পারিতাম তাঁহার চরণ,
অন্তিম সময়ে দিয়া ভক্তিশতদল,
পেতাম পূজিতে যদি চরণ যুগল,

যদি মৃত্যুকালে আমি নিকটে থাকিয়া,
জন্মমত একবার তাঁকে আলিঙ্গিয়া,
পারিতাম তাঁর হৃদে আনন্দ অপার
সঞ্চারিতে, নাশিতে এ হৃদিদুঃখভার।

২০

অন্তিম কালেতে কাছে পেতাম থাকিতে,
হৃদিদুঃখভার তাঁকে পেতাম বলিতে,
মধুর আহ্বানে তাঁকে বারেক ডাকিয়া
সুধাইতে পারিতাম হায় সমর্পিয়া
হৃদয়ের ধন তাঁর দিলেন কাহারে,
কে আর রহিল তাঁর অবনীমাঝারে,
যদিরে নিকটে আমি পেতাম থাকিতে,
যদিরে বারেক তাঁয় পেতাম বলিতে,
হায় কি করিলা মোর জীবনসম্বল,
জীবনসম্বল মাত্র হ'ল অশ্রুজল।

২১

তবেতো প্রবোধ দিতে পারিতাম মন,
জ্বলিত না জ্বলিত না হায় অনুক্ষণ,

থাকিতনা হৃদিমাঝে চিরদিন বল,
নবীভাবাপন্ন হয়ে শোকের অনল,
তবেতো লাঘব হ'ত হৃদয়ের ভার,
তবেতো ঘুচিত মম ভাবনা অপার,
তবেতো লাঘব হ'ত যাতনা অশেষ,
তবেতো ঘুচিত মম যত দুঃখ ক্লেশ,
পাষাণে পাষাণ হ'ত হৃদয়েয় স্তর,
স্মৃতিস্তর স্তরে স্তরে জমিত বিস্তর।

২২

অশ্রুজল, সুপবিত্র তোমার জনম,
দুঃখশান্তি যুগপৎ হায় এ অধম,
বিরাজিত দেখে তার হৃদয়মাঝারে
তোমার সুকার্য্যে; হায়রে কাহারে
প্রকাশি বলিবে তার হৃদয়ের জ্বালা,
হাহুতাশ অহর্নিশ হ'ল জপমালা,
অশ্রুজল, অনেকের আদরের ধন,
তাই সঁপিয়াছি তোমা মম প্রাণমন,

পিতৃদত্তধন তুমি জীবনসম্বল,
তেঁই অনুক্ষণ মোর সাধিছ মঙ্গল।

২৩

মেদিনীমাঝারে নাহি হেন কোনজন,
যে শোকে পুড়িছে হৃদি হায় কিছুক্ষণ,
পরেরে নিবাতে, মাত্র তুমি অশ্রুজল,
ক্ষণকাল তরে পার হৃদয়-অনল
নিবাইতে, তেঁই আমি বড় ভাল বাসি,
দিবানিশি আছি তব প্রসাদপ্রয়াসী,
শোকসদাগতিগতি যবে হীনবল,
হুহুতাশবায়ুবাহগুরুত্ব প্রবল,
অধীর হৃদয়াকাশ, উন্মীলি নয়ন,
অজস্রসম্পাতে দেখি সিক্তপ্রাণমন।

২৪

ভুবনমোহনরূপ ধর অশ্রুজল,
যখনি নেহারি হই আনন্দে বিহ্বল,
সংসারেতে বীতস্পৃহ যাঁদের হৃদয়,
যাঁদের হৃদয় ছিন্নধর্ম্মার্থসংশয়,

নিবিড় অরণ্যে বসি মুদি দুনয়ন,
দিবানিশি ঈশপদ করেন চিন্তন,
শোভিছ মোহনরূপে তাঁদের বয়ানে,
আমারো বদনে যদা পিতৃপদধ্যানে,
কিবা অপরূপ দৃশ্য হয়গো তোমার,
হরিতশাদ্বলে যেন ঊষারনিহার।

২৫

অশ্রুজল, এজগতে অবিনাশী তুমি,
তাই অশ্রুপূর্ণ দেখি এই চিত্তভূমি,
শৈশবের অশ্রুবারি হৃদয়ভূধরে,
সূক্ষ্মমার্গ বহি পড়ি সুদূরগহ্বরে,
গতস্মৃতিহিমযোগে বহুদিন পর,
জড়ধর্ম্মে ভিন্ন এবে ভূধরপ্রস্তর,
পড়ি স্মৃতিরশ্মিতায় হায়রে বাখানি,
পুরাকৃতি হৃদে তেঁই অবিনাশী জানি,
এই যে হতেছে অশ্রু নয়নে সঞ্চার,
নবঅশ্রু নহে, বাল্যঅশ্রুর বিকার।

২৬

ভাগীরথি, মাতর্গঙ্গে, পুণ্যতোয়া তুমি,
তব গুণে সুপবিত্র এ ভারতভূমি,
পূতভস্মরাশি তব পবিত্রজীবনে,
বাহ্যমান, বর্ত্তমান, নন্দনকাননে।
পরমেশ জগতের পাতা ভগবান্,
মন্দাকিনী নামে স্বর্গে করিলা নির্ম্মাণ
সাধিতে পবিত্রকার্য্য, হে তাপনাশিনি,
নহ ক্লান্তা তাহে তুমি স্নেহকল্লোলিনি,
রেখ রেখ যত্ন করি রতনভাণ্ডারে,
জীবদিবাশেষে যদি পাই দেখিবারে।

২৭

বারেক দেখাতে তুমি পার কি তাঁহায়,
লুটাইয়া পড়ি গিয়া তাঁর রাঙ্গাপায়,
কাঁদিতে কাঁদিতে বলি হৃদয়বেদনা,
ঘুচাই মনের ক্লেশ মনের যাতনা,
হৃদয়যাতনাভার কে ঘুচাবে তার,
জ্ঞানপুষ্পবৃন্ত হায় কাটা গেছে যার,

বধির যে জন দেবি! তারো মন চায়,
সুমধুর গীতিধ্বনি শুনিবারে হায়,
দুঃখীরো হৃদয়ে জাগে সদা এই আশ,
কবে সুখসূর্য্য তার হইবে প্রকাশ।

২৮

তেঁই দেবি, দুঃখী আমি চিরদুঃখী বটে,
তবুও প্রার্থনা করি তোমার নিকটে,
বড় অভিলাষ মনে সন্তাপহারিণি,
অপোগণ্ডশিশু সম, হে পাপনাশিনি,
পারকি ভুলাতে তাঁকে? আনি পৃথ্বীতলে,
বারেক দেখাতে মোকে পার কি কৌশলে?
যদিও কাতর হৃদে সঞ্চারিবে বল,
খুলি চিরদিন তরে নয়ন যুগল,
মুদিব না, মুক্তকণ্ঠে দিবরে বিদায়
এ জীবন, জড়ধর্ম্মে জুড়াব এ কায়।

২৯

প্রভঞ্জন, সদাগতি, সদাগতি তুমি,
স্মৃতিচিহ্নলুপ্ত হায় এই চিত্তভূমি,

তেঁই আসিয়াছি দেব, তোমার নিকটে,
ঘুচাবে কি দুঃখভার রাখিবে সঙ্কটে ?
চিন্তাগতি গতিহীন স্মৃতি-অবসারে
তেঁই আসিয়াছি দেব তোমা পূজিবারে,
যাও দেব ত্বরা করি কহগে বারতা,
নন্দনকাননে স্বর্গে বিরাজেন যথা
পিতা মম, আজ তব তনয় অনাথ,
তব পাদপদ্ম হৃদে পূজিবারে সাধ।

৩০

আসিবে কি ? আসিবে কি বারেক ধরায় ?
ঢেলে দিতে শান্তিবারি দগ্ধচিতে হায় ;
নিবাতে অনল, সোহাগ করিতে তাকে,
শুনে নাই বহুদিন, শৈশবেতে যাকে
করিতে আদর কত, মানসে তাহার,
ভাসা ভাসা মনে পড়ে সে সব তোমার
সোহাগের কথাগুলি, হায় কাকে দিয়া
আদরের ধন, স্বর্গে এসেছ চলিয়া ?

কি উত্তর পাও দেব বলোগো আমায়,
রহিলাম জীবদিবাশেষ প্রতীক্ষায়।

৩১

নিথর পৃথিবী, দেখি সব শূন্যময়,
নিরবলম্বন, মোর জীবন সংশয়,
কাতর সহিতে নারি মরমবেদন,
জানিনা কবে যে হবে যাতনা মোচন,
চিরদুঃখী হায় ভবে হয় যেই জন,
কাঁদিতে, জানাতে তার মনের বেদন,
যদিও মিলেগো স্বল্প ধার্ম্মিক স্বজন,
যাঁদের অপত্যস্নেহে জুড়াবে জীবন,
নাহি খেদ তাহে, তবু অতৃপ্তহৃদয়,
স্নেহ নয়, ছায়া মাত্র দেয় পরিচয়।

৩২

মানসমন্দিরে কত অসহ্যবেদন,
সতত উঠিয়া করে জীবন দহন,
চিন্তাচিতা জ্বলিতেছে হৃদয়ে আমার,
অসম্ভব অসম্ভব নির্ব্বাণ তাহার,

চিরকাল চিন্তারূপ পাবকদহনে,
দগ্ধ হ'ক হৃদি মোর নাহি খেদ মনে,
পিতার শোকেতে মোর জ্বলিছে হৃদয়,
ভাবিরে যখন জ্বালা হয় নিরাময়,
বয়সেরি গুণে এক অভিনব ক্লেশ,
দিতেছে আমার হৃদে যাতনা অশেষ।

৩৩

অসংখ্য কর্ত্তব্য হায় পিতার নিকটে,
আছে এই অধমের, হৃদয়ের পটে,
একে একে আসি সব হয়রে উদয়,
শোকানলে জ্বলে উঠে অমনি হৃদয়,
অশ্রুজল হায় মোর পিতৃদত্তধন,
ঢেলে দেয় শান্তিবারি হৃদে অনুক্ষণ,
তেঁই মোর পাপ প্রাণ আছেরে বাঁচিয়া,
দুঃখে ও সুখের নীরে থাকেরে ডুবিয়া,
যদি দুঃখে সুখী হায় না থাকিত মন,
বাঁচিত না এ জগতে যত দুঃখী জন।

৩৪

পৃথিবী মাঝারে যত ধার্ম্মিক সুজন,
ঈশপ্রিয়কার্য্য সাধি হন হৃষ্টমন,
পিতার সুপুত্র তেঁই পিতৃকার্য্যে রত,
ভক্তি সহকারে হায় পালিতে সতত,
পিতৃআজ্ঞা, কত যে বাসনা মনে মনে,
জানেন তাঁহারা আমি বলিব কেমনে ?
আমারতো পিতৃদেব সরগের মাঝে,
সতত আছেন বসি ত্রিদিবসমাজে,
কিরূপে দেখাব ভক্তি তাই ভাবি মনে,
জুড়াব হৃদয়, তাঁর অভীষ্টসাধনে।

৩৫

মূঢ় আমি নাহি মোর হিতাহিত জ্ঞান,
বিদ্যানুশীলন বিনা সহজে অজ্ঞান,
এই মূঢ়চিত, তবে কেমনে যাচিব
কোন গুণে অমরতা হায়রে লাভিব,
অবিনাশী করিব এ জগত সংসারে
(রাখিব অক্ষয়কীর্ত্তি পৃথিবী মাঝারে)

তাঁর পুণ্যময় নাম ! তাই ভাবি মনে,
তেঁই দিবানিশি যাপি হৃদয় ক্রন্দনে,
তেঁই জ্বলিতেছে কায়া কহিব কাহারে,
বিধির লিখন হায় কে খণ্ডিতে পারে।

৩৬

কল্পনে ! জননি, মোর হৃদয়আসনে,
অধিষ্ঠিতা হও দেবি ; নন্দনকাননে,
লয়ে যাও কৃপা গুণে, যাইরে ডুবিয়া
অন্তরে অন্তরে, হৃদে বারেক দেখিয়া
পিতাপুত্রসম্মিলন ; আহা মরি মরি
কিরূপ মাধুরী, হৃদে চিরদিন ধরি
থাকুক এ মূরতি দুখান্, এ দুখান্
মূরতি থাকিতে হৃদে হ'ক অবসান,
জীবাদিবা পাপপ্রাণ নাহি খেদ তায়
বিন্দুমাত্র, জড়ধর্ম্মে জুড়াব একায় !

অনাথিনী।



অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগুণং সর্ব্বাস্ববস্থাসু য-
দ্বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা যস্মিন্নহার্য্যোরসঃ।
কালেনাবরণাত্যয়াৎ পরিণতে যৎ স্নেহসারে স্থিতং
ভদ্রং প্রেম সুমানুষস্য কথমপ্যেকং হি তৎ প্রাপ্যতে।

(উত্তরচরিতম্)

১

এসংসার মায়াময় নিশার স্বপন,
মোহাবেশে জীব সদা আছে অচেতন,
কারো বা আনন্দে হাস্য বদনে উছলে,
কেহ বা ভাসিছে দুঃখে নয়নের জলে,
সংসার-আবর্ত্তমাঝে মানবের কুল,
ঘুরিতেছে সদা যেন ক্রীড়ার পুতুল,
কারো ঊর্দ্ধগতি কারো অধোনিপতন,
সাবাস বাখানি তোকে সংসারাবর্ত্তন,

ধন্য মায়া নরহৃদে কত খেলা খেল,
কোথায় আনিতে তাকে কোথা আনি ফেল !

২

ধন্য সেইজন যার হৃদয় অটল,
দুঃখেও সুখের হাসি নাহি অশ্রুজল,
সুখে প্রেমাসার ঝরে বহি দুনয়ন,
সিক্তগণ্ডবক্ষ পরিতৃপ্ত প্রাণমন,
পারে কি দোলাতে তাকে আসক্তিদোলনে,
পারে কি ঘোরাতে তাকে মোহ-আবর্ত্তনে,
মায়াময় এসংসার নিশার স্বপন,
ছিঁড়েছে যেজন সেই আসক্তিবন্ধন ?
মোহপরিমল কভু হৃদয়ে তাহার,
পারেনাকো সঞ্চারিতে আনন্দ অপার।

৩

সংসারের কীট আমি তেঁই অনুক্ষণ,
সুখেহাসি দুঃখে পড়ি করিরে ক্রন্দন,
যখনি মানস পটে হয়রে উদয়,
দুঃখের সে চিত্রগুলি অমনি হৃদয়,

জ্বলে উঠে শোকনীরে হই নিমগন,
নীরবে আকুল প্রাণে করিরে ক্রন্দন,
হায় নিরদয় কাল হরিলেক যবে
জনক জননী তার, রহিল না ভবে
ডাকিতে মধুর বোলে, ভাবিতরে মনে,
পাবে কি দুঃখিনী মনমত পতিধনে।

৪

আকুল আহ্বানে হায় দিয়েছিল বিধি,
জুড়াতে তাপিত প্রাণ মনমত নিধি,
কিন্তু যেটে জ্যোৎস্নায় বিহঙ্গমগণ,
যেমতি প্রভাত ভাবি হয় হৃষ্টমন,
জলদাপগমে ভ্রম হইলে অন্তর,
প্রাতরাশা শূন্য যথা তাদের অন্তর
তেমতি যদিও পেয়ে বাঞ্ছিতরতনে,
ক্ষণকাল শান্তি হায় পেয়েছিল মনে,
বিপরীতভাগ্য হেরি আকুল অন্তরে,
দেখে যে প্রকৃত শান্তি অনন্তগহ্বরে।

৫

মানব ঈশ্বরযন্ত্র যন্ত্রী ভগবান্,
সুচিন্তা কুচিন্তা রূপ চক্র দুইখান,
ভ্রমিতেছে অবিরত সে যন্ত্রমাঝারে,
ঈশের আশ্চর্য্য তত্ত্ব কে বর্ণিতে পারে !
সুদৃঢ়নিয়ন্তৃ রজ্জু আছে সংযোজিত,
চিন্তা-অনুরূপাগতি করিতে বিহিত,
প্রাক্তনকরমে করি যন্ত্রের চালক
খেলিছেন ভবে খেলা হইয়া খেলক
জগতের ধাতা পাতা স্বয়ং ভগবান্
জগত-আধার যিনি সর্ব্বশক্তিমান্।

৬

যথা মীন ডুবাইয়া শ্বেতাঙ্গতরণ্ড,
অতুল গভীর জলে করে লণ্ড ভণ্ড,
প্রবল বিক্রমে সূত্রে দূরে লয়ে যায়,
প্রফুল্ল অন্তরে খেলে কত খেলা হায়,
মীনধর-অন্তরেতে ভীতির সঞ্চার,
সঞ্চারিতে পারে হেন সাধ্য নাহি তার,

ধরি দণ্ড দৃঢ়মুষ্টে করিছে প্রতীক্ষা,
কখন অভীষ্টমন্ত্রে হইবেক দীক্ষা,
কালবশে বলহীন নিস্তেজজীবন,
করতলগতমীন, মন্ত্রের সাধন।

৭

তেমতি এ সংসারের মীনধর যিনি,
নরমীন লয়ে খেলা খেলিছেন তিনি,
প্রাক্তনসূত্রকে বাঁধি স্বীয়করদণ্ডে,
ফেলেন সংসারে ঘোরে সাগরে প্রচণ্ডে,
নরমীন লয়ে সিদ্ধিশ্বেতাঙ্গতরণ্ড,
সংসারজলধিজলে করে লণ্ডভণ্ড,
কিন্তু কত বলধরে মানবজীবন,
প্রাক্তনকরমফল করিবে লঙ্ঘন!
ধন্যরে করমফল কত খেলা খেল,
কোথায় আনিতে নরে কোথা আনি ফেল!

৮

ফুটেছিল দুটীফুল সংসারকাননে,
বিভিন্ন উদ্যানে, কিবা প্রফুল্ল আননে,

উজলিল নিজগুণে, কে আনি বলরে
মিলনবাসনা আজ জাগা'ল অন্তরে,
বালিকা-অন্তরে আর যুবকহৃদয়ে
একসনে, মরি প্রেমপরিমল বয়ে
কতরঙ্গভঙ্গে আনি প্রেমের গাথিকা
হাসাইছে কত ভাবে সোণার লতিকা
প্রফুল্লহৃদয় মুখে হাসি ঢল ঢল
হেরে পুরবাসি সবে আনন্দে বিহ্বল।

৯

শুভক্ষণে শুভদৃষ্টি লজ্জা-আবরণে
সুসম্পন্না, নিশাভাগে যেন নিরজনে,
লজ্জাবগুণ্ঠন খুলি সুধাংশুভামিনী,
কুমুদিনী, প্রমুদিনী হিমাংশুহ্লাদিনী,
নয়ন উন্মীলি ধীরে চাহে ঊর্দ্ধ পানে,
হেরিতে প্রাণের কান্তে প্রফুল্লবয়ানে ;
শরীর অবশ হ'ল প্রমোদে মাতিয়া,
আনন্দউচ্ছ্বাসে যেন পড়িছে ঢলিয়া,

চিরদিন থাকে যেন এই মোহাবেশ,
এই ভিক্ষা তবপদে ওহে পরমেশ।

১০

চারিনেত্র শুভক্ষণে হলো সম্মিলন,
আহা কিবা অপরূপ করি সন্দর্শন,
আনন্দের ভরে হৃদি কপাট খুলিল,
অভিনব ভাবে আজি মানস মোহিল,
মরি কিবা অপরূপ করি নিরীক্ষণ,
নবজলধরে হলো দামিনীশোভন,
নয়ন নিস্পন্দ হোক দেখিরে চাহিয়া,
এ মধুর দৃশ্যখানি পরাণ ভরিয়া,
নবীনদম্পতিযুগ মজিলে সংসারে,
দিও কূল পরমেশ অকূলপাথারে।

১১

রত্ন-আভরণে আজ সেজেছে সুমতি,
তাই সদা হাসিমুখ অতি হৃষ্টমতি,
শোভিছে সিন্দূরবিন্দু ললাটশোভন,
ঊষারললাটে যথা তরুণতপন,

সেজেছে মোহন সাজে ইন্দুনিভাননা,
অভাগিনী দাক্ষায়ণী বান্ধবললনা,
দাক্ষায়ণি, দেবী তুমি, দেবীর প্রকৃতি,
তেমতি রাজিছে আহা স্নন্দরমূরতি,
ধরিয়াছ জীবনতপনে, তাহে দেহে
অলঙ্কার, দেবীমূর্ত্তি যেন হৈমগেহে।

১২

আশীর্ব্বাদ করি সতি, থাকো মনস্নখে,
সদা আনন্দের হাসি যেন ওই মুখে
হাসে, ভাসে চিত আনন্দসাগরে,
ডুবিয়া যাওরে সদা অন্তরে অন্তরে
নূতন কর্ত্তব্য কত এল তবোপরে,
অনুক্ষণ লক্ষ্য যেন থাকে তার তরে,
মিষ্ট ভাবে তুষি ভুলি পরুষ আচার,
ছড়ায়ে অমৃতকণা জীবনে সবার,
প্রেমভক্তিভালবাসা সদা বিনিময়ে,
লভহ অতুলস্নখ সংসারনিলয়ে।

১৩

সংসারের দুটীফুল একত্রে শোভিছে,
হাসিছে খেলিছে আহা সতত ভাসিছে
বিপাকে সংসারে ঘোরে সাগরে প্রচণ্ডে
তরতরে, প্রেমেরতুফান দণ্ডে দণ্ডে
সুদূর হইতে দুয়ে আনিছে নিকটে,
বাঁধিছে কঠোরডোরে বিষমসঙ্কটে,
একিদায় প্রাণ যায় কেন কার তরে,
প্রাণ সদা কেঁদে উঠে সতত অন্তরে,
একি নবভাব হৃদে দিল দরশন,
আন্দোলিত আকুলিত সদা প্রাণমন ?

১৪

নবীন প্রেমেতে নবদম্পতিযুগল
মজিয়াছে, চিত্ত সদা আনন্দে বিহ্বল,
দোঁহে নবরাজ্য পেলে নব পিতা মাতা,
অনুজা ভগিনী, দাদা, দিদী, ছোট ভ্রাতা,
শৈশবের খেলা ধূলা কোথায় এখন,
হৃদি মাঝে নব ভাব দিল দরশন,

কোথা সে সরল প্রাণ সরল বিচার,
কোথা গেল সারল্যের মাধুর্য্যসম্ভার,
পলে পলে অভিমানদামিনী দলকে,
হৃদয় উজলি উঠে রূপের ঠমকে।

১৫

প্রেমের বাতাস পেয়ে সোণার লতিকা,
সংবৰ্দ্ধিতা দিনে দিনে আনন্দদায়িকা,
সে ভাব থাকিত যদি কিছু দিন তরে,
কে দুষিত বিধি তোরে কে দুষিত রে,
বিমলচাঁদের ভাতি সুনীলগগনে,
সুনীলগগনে আহা কুমুদীবদনে,
খেলিত রে দিবানিশি কে দুষিত রে,
কভু কি বিষণ্ণ ভাব উদিয়া অন্তরে
কাঁদাইত কুমুদিনী সতী পতিরতা,
পতি ছাড়া কে জানে রে পত্নীর মমতা।

১৬

আহা পুনঃ বিভাবসু গগনের ভালে,
ভাতিয়া, বরষি স্বীয় তীক্ষ্ণকরজালে,

হাসাইত দিবানিশি পদ্মিনীবদন,
পদ্মিনীহৃদয় সদা করিত রঞ্জন,
তবে কে দুষিত রে বিধি কে দুষিত রে,
বিষাদের রেখা হায় পদ্মিনী-অন্তরে,
পড়িতে পেত কি বিধি পড়িতে পেত রে,
ক্ষণকাল তরে হায় ক্ষণকাল তরে,
সারা দুঃখনিশি ধরি নয়ন-আসার,
ঝরিত কি ? ভাসাইত উরস্ তাহার !

১৭

সংসারউদ্যানে আহা সংসারকাননে,
প্রফুল্ল আননে মরি প্রফুল্লবদনে,
কাছা কাছি দুটীফুল ফুটেছিলরে,
আহা কে ছিঁড়িল রে বিধি কে ছিঁড়িল রে,
সংসারললাম সেই কুসুমশোভন,
কেন রে অপর ফুল করে রে ক্রন্দন,
নীরবে মনের খেদে বিষাদ অন্তরে,
একস্থানে একমনে নির্জ্জন প্রান্তরে,

আহা কে ঘুচা'লো রে বিধি কে ঘুচা'লো রে,
চিরদিন তরে ভাতি অনন্তসাগরে !

১৮

আহা কি ঘটিল রে বিধি কি ঘটিল রে,
স্মরিতে বারেক মোর বুক ফাটে যে রে
সোণার প্রতিমাখানি বান্ধবঘরণী,
দাক্ষায়ণী হলো আজ জনমদুঃখিনী,
সহিতে পারিনে যেগো অসহ্য বেদন,
কি করি এখন হায় কি করি এখন,
সোণার প্রতিমা ওই লক্ষ্মীস্বরূপিণী,
অভাগিনী হ'লো আজ জনমদুঃখিনী,
কালবায়ু সহকারে ফেলিল উপড়ি,
ভূমে পড়ি স্বর্ণলতা যায় গড়া গড়ি !

১৯

অয়ি অনাথিনি মোর বান্ধবঘরণি,
কিপাপ করিলে তুমি বল অভাগিনি,
পূরব জনমে ? কিপাপ করিলা হায়
এ জনমে তুমি ! সংসারকাননে তায়

ফুটিয়াছ শোভিয়াছ দিন কত ধরে,
অমলকমলসম বিমল অন্তরে,
সম্ভবে কি পাপলিপ্সা ? কোন দোষে
এ সংসারে তুষি ? দৈবেরআক্রোশে
দুর্ঘটন সংঘটিত হলো রে সুমতি
অবলাসরলাভাগ্যে পতিরতাসতী।

২০

তোমার কি দোষ তুমি সরলাবালিকা,
সংসারললাম আহা সোণারলতিকা,
কিন্তু নাহি তুষি আমি বন্ধুপরিজনে,
সুমঙ্গল তরে হায় সবে প্রাণপণে
করেছিল কত যত্ন; বৃথা সে যতন,
হায়রে অদৃষ্ট লিপি কে করে খণ্ডন !
নাহি তুষি তব কান্তে প্রাণান্তের তরে,
কর্ম্মসূত্রে সবে বদ্ধ সংসারভিতরে,
দৈববশে সর্ব্বনাশ হলো দাক্ষায়ণি,
ঘুচিল সংসারসুখ জনমদুঃখিনি !

২১

এসংসার মায়াময় নিশার স্বপন,
মোহনেশা ছুটে গেছে হয়েছে চেতন,
কেন শোকানল হায় জ্বলিয়া উঠিল,
যুবতীহৃদয় বল কেন রে দহিল,
চিরকাল পতিসহ প্রেম-আলাপনে,
কাটিলনা কাল, তাই উঠে খেদ মনে,
জনমিত যদি আহা একটী তনয়,
পারিত জুড়াতে আজ তাপিতহৃদয়,
বুকে করে হায় সেই অমূল্য রতন,
আনন্দবর্দ্ধন তার হৃদয়নন্দন।

২২

রুগ্নশয্যা'পরে যবে করিয়া শয়ন,
যদি রে দেখিতে পেত জন্মের মতন,
একবার মাত্র আহা সুধাংশুবদন,
কত যে কাঁদিত হতো সুখের ক্রন্দন
সে ক্রন্দন, খুলিত রে হৃদয় দুয়ার,
ঘুচিত রে ক্ষণতরে হৃদয়ের ভার,

অন্তিমসময়ে কাছে পেত রে থাকিতে,
কাঙ্গালিনী দাক্ষায়ণী পেত রে কাঁদিতে,
যদি রে নিকটে থাকি অন্তিমসময়ে,
পারিত রে শান্তি দিতে তাহার হৃদয়ে।

২৩

মুমূর্ষু সময়ে তার নিকটে থাকিয়া
পেত রে কাঁদিতে তার চরণ ধরিয়া,
যদি মৃত্যুকালে কাছে পেত রে থাকিতে,
মধুর আহ্বানে তাকে পেত রে ডাকিতে,
যদি অশ্রুজল হায় করি বিসর্জ্জন,
ধোয়াইতে পারিত রে ও রাঙ্গাচরণ,
অন্তিমসময়ে যদি ভক্তিসরসিজে,
পেত রে পূজিতে তার পতি মনসিজে,
বারেক হৃদয়ে রাখি ও রাঙ্গাচরণ,
পারিত বারেক হতে ধ্যানে নিমগন।

২৪

অন্তিমকালেতে হায় নিকটে থাকিয়া
জন্মমত একবার তাকে আলিঙ্গিয়া

পারিত রে তার হৃদে আনন্দ অপার
সঞ্চারিতে, নাশিতে রে হৃদিদুঃখভার,
যদি মৃত্যুকালে কাছে পেত রে থাকিতে,
হৃদিদুঃখভার হায় পেত রে বলিতে,
মুমূর্ষু সময়ে হায় পাগলিনীবেশে,
চরণের প্রান্তে বসি আলুথালুকেশে
সুধাইতে পারিত রে হায় কাকে দিয়া
জীবনের সহচরী যেতেছ চলিয়া।

২৫

যদিও দহিছে হৃদি শোকের দহনে,
যদিও জ্বলিছে হৃদি যমের পীড়নে,
ক্ষণতরে প্রবোধিতে পারিত রে মন,
জ্বলিত না জ্বলিত না হায় অনুক্ষণ,
রাবণের চিতা সম ধক্ ধক্ করি,
জ্বলিত না মনপ্রাণ চিরদিন ধরি,
জ্বলিছে যে জ্বালা আহা কে নিবাবে বল,
জ্ঞান হয় শূন্যময় এই ভূমণ্ডল,

মরিবে চিতায় দেহ হয়ে যাবে ছাই,
সে ছাই উড়িবে শূন্যে গাবে যাই যাই।

২৬

বিষণ্ণ বদন সদা বিষণ্ণ অন্তর,
বিজনহৃদয় যেন প্রশান্তপ্রান্তর,
নিশ্বাসপ্রলয়বায়ু কেবল খেলিছে,
আশাধূলিকণা ধূ ধূ সতত উড়িছে,
স্বভাবের মনোহর অলঙ্কারগুলি,
বিষাদে মনের খেদে ফেলিয়াছে খুলি,
ঊষার নিহাররূপ নয়ন-আসার
শোভিছে বদনে শান্তি করিয়া বিস্তার,
লোকে অনাদরে তাই বিষাদে বিরলে,
বাস করে সঁপি প্রাণ ঈশে কুতূহলে।

২৭

পতিহীনা যে রমণী হয় এ সংসারে,
একি চমৎকার সবে ঘৃণা করে তারে,
অতুলবিভবসত্ত্বে সে তো কাঙ্গালিনী,
দিবানিশি অশ্রুজলে ভাসে অনাথিনী,

অনাথাকে ফাকি দিতে জগৎসংসার,
শশব্যস্ত ভীতি হৃদে না হয় সঞ্চার,
একি জগতের গতি ডরি যে চিন্তনে,
কেহ নাহি কান দেয় বিধবাক্রন্দনে,
দেখিয়া ভবের গতি ভাবি মনে মনে,
বাস করি চিরকাল বিজনগহনে।

২৮

বিধবার অশ্রুজল কে মুছাবে বল,
কে নিবাবে বল তার হৃদয়-অনল,
সে যে রাবণের চিতা সতত জ্বলিবে,
সে যে চিরপ্রস্রবণ সতত ঝরিবে,
কাঁদিতে এসেছে ভবে কেননা কাঁদিবে,
পড়েছে গভীরজলে কেননা ডুবিবে,
অমূল্যরতন আহা দেছে বিসর্জ্জন,
কেন না আকুলপ্রাণে করিবে ক্রন্দন,
দিয়াছে বিদায় নাথে হয়ে অনাথিনী,
হাহাকার কেন নাহি করিবে দুঃখিনী।

২৯

পতিই পত্নীর গতি, অমূল্যরতন,
জীবনসর্ব্বস্ব আহা একমাত্র ধন,
পতিই জীবনজ্যোতিঃ, জীবনতপন,
সে জ্যোতিঃ বিহনে তমঃ ঘেরে ত্রিভুবন,
পতিই পত্নীর প্রাণ পত্নীর জীবন,
পতি একমাত্র আহা হৃদয়রতন,
পতিই পত্নীর ধর্ম্ম, কর্ম্ম, মোক্ষদাতা,
পতিই পত্নীর মাত্র পরমদেবতা,
পতিই পত্নীর ধাতা নিয়ন্তা বিধাতা,
পতিই পত্নীর একমাত্র পরিত্রাতা।

৩০

এ পতির সহকাল কাটে কুতুহলে,
অনাহারে ছিন্নবাসে বাসে বৃক্ষতলে,
অতৃপ্তনয়ন দুটী বারেক তুলিয়া,
যখন ও চাঁদমুখ দেখে তাকাইয়া,
তখনি ভুলিয়া যায় যতেক যাতনা,
পতিসোহাগিনী আহা সরলাললনা,

অমনি বিজলী খেলে পুনঃ চন্দ্রাননে,
ডুবায় শান্তির নীরে পতি প্রাণধনে,
আহা সে মধুর হাসি কাড়ি লয় প্রাণ,
সুপবিত্র ভাবে করে প্রফুল্ল বয়ান।

৩১

যদি দুঃখে কাল কাটাইত অভাগিনী,
পতিসহ প্রেমালাপে হয়ে উন্মাদিনী,
পরিছিন্নবাস বাস হতো বৃক্ষতলে,
অতি দীনবেশে কাল কাটাতো ভূতলে,
ভিক্ষালব্ধ অন্নে যদি দিনান্তে দুজনে,
নাশিত ক্ষুধার জ্বালা খেত ক্ষুণ্ণমনে,
দারিদ্রদহনে যত মনের উল্লাস,
সস্ত্রীক আহুতি দিতো হইয়ে উদাস,
পরের লাঞ্ছনা ভোগ করিতো দুজনে,
হৃদয় ভাসাতো কাঁদি দুঃখের ক্রন্দনে।

৩২

তাতেতো হতোরে মনে আনন্দসঞ্চার,
ক্ষণকাল তরে হায় হৃদয়ের ভার,

পারিত ঘুচাতে, বিমল আনন্দহাসি
খেলিত ও চাঁদমুখে দিবানিশি আসি,
যদিও ঝরিত নেত্র ঝর ঝর ঝরে,
পেত রে হৃদয়ে শান্তি ক্ষণকাল তরে,
দুঃখের ক্রন্দন হতো সুখের ক্রন্দন,
ঘুচিত রে ক্ষণতরে হৃদয়বেদন,
সবজ্বালা পাশরিত চাঁদমুখ স্মরি,
সে কি অপরূপ দৃশ্য আহা মরি মরি।

৩৩

কে দোষে রে অশ্রুজলে! কে দোষে ক্রন্দনে!
ক্রন্দনে অশেষ শান্তি দেয় অভাজনে,
আহা যদি মনমত পাই একজন,
নীরবে মনের খেদে করি রে ক্রন্দন,
সেও কাঁদে আমি কাঁদি কি মধুর ভাব,
এ ভাবে ঘুচিয়া যায় হৃদয়ের তাপ,
সে ক্রন্দন হয় আহা সুখের ক্রন্দন,
ঘোচে রে মনের কালি মনের বেদন,

পতিসহ কেন না কাঁদিল চিরদিন,
তিল তিল করে তনু হতোনা কো ক্ষীণ।

৩৪

মুছাইত অভাগিনী পতির বদন,
আনন্দের ভরে দিত প্রেম-আলিঙ্গন,
স্বীয়দুঃখভার চাপি সান্ত্বনাবচনে,
ঢেলে দিত শান্তিবারি হৃদে সযতনে,
জাগাইত উদ্দীপনা জাগিত জীবন,
আশায় আশ্বস্ত হতো পতিপ্রাণধন,
অভাগিনীমুখখানি চাপি হৃদিবাসে,
দিত প্রেম-আলিঙ্গন মনের উল্লাসে,
দেহ রোমাঞ্চিত হতো আনন্দেতে বালা,
ভাসিত রে, ভুলে যেত যত দুঃখজ্বালা।

৩৫

কতই কাঁদিছে আজি, অবিরল ধারে,
পড়িতেছে কত ধারা কে গণিতে পারে,
কিন্তু কি করিবে বল নূতনজীবন,
দহিছে পরাণ যে রে করালতপন,

সে তাপ নিবাতে বলো সাধ্য আছে কার,
বাসন্তিহৃদয় আজ হলো ছারখার,
নিস্তব্ধা পৃথিবী যেন শোকমাতোয়ারা,
নিশ্বাসপ্রলয়বায়ু লয়ে শতধারা,
পারে কি নিবাতে আজ জ্বলন্তহৃদয়ে,
নিবিবে প্রলুপ্ত বহ্নি জীবদিবাক্ষয়ে।

৩৬

বিয়োগবিধুরা সতি পতিসোহাগিনি,
আর কেঁদোনাকো তুমি ওলো দাক্ষায়ণি,
খুলো না শোকের ভরে অঙ্গ-আভরণ,
কি বলে প্রবোধ দিব এ অবোধ মন,
দেখিলে ও দেহে পরা রত্ন-আভরণ,
পাশরিব সব জ্বালা ভাবিব তখন,
আছো লো সধবা বেঁচে আছে পতিধন,
জীবনসর্ব্বস্বধন, অমূল্যরতন,
দারুণ শোকের জ্বালা দহিছে হৃদয়,
খুলিল ভূষণ, পরলাঞ্ছনা কি সয়।

৩৭

মিছাবটে অলঙ্কার শরীরশোভন,
হারায়েছে অভাগিনী পতিপ্রাণধন,
অস্তমিত জীবনের উপাস্যতপন,
কি কাজ সিন্দূর বিন্দু ললাটশোভন!
কি কাজ অলকাগুচ্ছে কুন্তলশোভন!
ছিন্নকেশপাশ হোক মস্তকমুণ্ডন!
কি কাজ সুন্দর বাসে ঢাকিতে শরীর,
কি কাজ এ দেহ প্রাণে অতীব অধীর,
কি কাজ অমল চিত্তে বিমল বাসনা,
কি কাজ অসার ভবে হয়ে লিপ্তমনা!

৩৮

কি কাজ এ বাহুদ্বয়ে? কাহার সেবায়,
দিবানিশি নিয়োজিত থাকিবেক হায়!
দগ্ধ হোক হৃদাসন, কে আর বলনা,
অধিষ্ঠিত হয়ে তাকে দিবেক সান্ত্বনা!
কি কাজ বল রে আর ভক্তিসরসিজে
পূজিতে পাবেকি তার পতি মনসিজে!

বিষণ্ণ ও মুখ খানি কেন রে হাসিবে !
হারায়েছে পতিধনে, বিজলী খেলিবে
কাহার হৃদয়ে বল ? জন্মের মতন
আর না হাসিবে পুনঃ হাসাবে বদন !

৩৯

ফুরায়েছে জন্মমত এ ভবের খেলা,
ঘুচিল রে মোহাবেশ ভাঙ্গিল রে মেলা,
অসার ও দেহ কান্তি অসার জীবন,
অসার পার্থিব বস্তু অসার ভুবন,
সৌরভ জনমমত হয়েছে বিলীন,
তিল তিল করে তনু হইবেক ক্ষীণ,
অতৃপ্ত নয়ন, তার দারুণ পিপাসা,
জন্মমত ঘুচিয়াছে নাহি আর আশা,
প্রাণে প্রাণে মেশামিশি গেছে রে ঘুচিয়া,
সুগভীর ভাবমাত্র রয়েছে পড়িয়া।

৪০

যেরূপ দাবাগ্নি ধরি ভীষণ মুরতি,
একে একে দগ্ধকরে নাশে বনস্পতি,

অরণ্যসৌন্দর্য্য হায় চিরদিন তরে,
ডুবায় নিহিত রাখে ভবিষ্য-অন্তরে,
ভীষণ অগ্নির কুণ্ড অরণ্য ঘেরিয়া,
থাকে বহুকাল ধরি কানন ব্যাপিয়া,
সেরূপ শোকাগ্নি ধরি ভীষণ মূরতি,
দহিবে অভাগাহৃদয়াশাবনস্পতি,
পড়ে রবে বহ্নিরাশি ব্যাপিয়া হৃদয়ে,
নিবিবে পাবক সেই জীবদিবাক্ষয়ে।

৪১

কোথা রে শমন, নিরদয় দুরাচার,
আবির্ভূত হও, নাশ হৃদিদুঃখভার,
জন্মমত পতিসহ প্রেম-আলিঙ্গনে,
মাতুক বিধবাবালা অতি হৃষ্টমনে,
বারেক ও চাঁদমুখে বিজলী খেলুক,
বারেক আনন্দহাসি ও মুখে ভাসুক,
পতিসহ সোহাগিনী তোমার হৃদয়,
শোভিয়া থাকুক, জ্বালা হোক নিরাময়,

দোঁহে অন্তর্হিত হোক তোমার অন্তরে,
ডুবুক দুইটী নাম চিরদিন তরে।

৪২

এখন বাঁচিতে হবে ভবে বহুদিন,
কি করে কাটাবে হায় সংসারদুর্দ্দিন,
শ্বশ্রূঠাকুরাণী তব পড়িয়া হেথায়,
নীরবেতে সহিছেন যমজ্বালা হায়,
ওদিকে ভাস্থর দেব ভাস্থরের জায়া,
শোকে মাতোয়ারা, ধূলি ধূসরিত কায়া,
এদিকে চাপড়ি বুক হয়ে পাগলিনী,
কাঁদিছে আকুল প্রাণে জ্যোষ্ঠানন্দিনী,
ওদিকে ভাস্থরপুত্র ললিতকুমার,
শোকে মগ্ন ভূমে পড়ি করে হাহাকার।

৪৩

যাও যাও সতি, যাও অতি দ্রুতগতি,
শোকাকুল বেশে ধরি ভীষণমুরতি,
আলুথালুকেশ, অঙ্গ ধূলায় ধবল,
মুখে হাহাকার, স্থিরনয়নযুগল,

তারস্বরে বিনাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে,
চলে যাও দ্রুতপদে শোকসভাভিতে,
বলো গে আকুলপ্রাণে কোথা সে রতন,
অভাগিনীহৃদয়ের পতিপ্রাণধন ?
সবে মেলি উচ্চৈঃস্বরে করো গে ক্রন্দন,
নিবিবে ক্ষণেকতরে শোকের দহন।

৪৪

পবিত্র মূরতি ! আহা সুপবিত্র বটে
বিধবার মূর্ত্তিখানি, আমার নিকটে
উপাস্য, বলুক যাহার যা প্রাণেহয়,
পবিত্রমূরতি দিকে আমার হৃদয়
থাকুক প্রণত হয়ে চিরদিন ধরি ;
যেন পূতছবিখানি আহা মরি মরি !
যদিও জগতগতি বিধবাক্রন্দনে
কেহ নাহি কান দেয়, কিন্তু মোর মনে
সদা জাগে সে ক্রন্দন, শোকে মাতোয়ারা
হই, অপাঙ্গ ফাটিয়া বহে শতধারা।

৪৫

কালবশে হীনপ্রভ সমগ্রবিষয়,
কিন্তু এ যমের জ্বালা নিবিবার নয়,
জ্বলিবেক হু হু করি হৃদয়কন্দরে,
পুড়িবেক দাহ্য আহা অন্তরে অন্তরে,
এতো নিবিবার নয় কেন রে নিবিবে !
এ যে রাবণের চিতা সতত জ্বলিবে,
নিবিবার হতো যদি তবে এত দিন
জ্বলিত কি ! দেহমন করিতো রে ক্ষীণ !
অমূল্যরতন আহা দেছে বিসর্জ্জন,
চিরদিন কেন না দহিবে প্রাণমন !

৪৬

বাসকর গিয়া সতি, শ্বশুর-আলয়ে,
তবুও পাইবে শান্তি শোকার্ত্তহৃদয়ে,
তাহার শয়ন ঘর তাহার জিনিষ,
আনিবে অশেষশান্তি হৃদে অহনিশ,
খেলিবেক চিতে সদা মোহের স্বপন,
কভুবা হাসিবে কভু করিবে ক্রন্দন,

বৃদ্ধাশ্বশ্রূদেবী তব দিবসযামিনী,
সেবায় নিযুক্ত সদা থাকো অনাথিনি,
পূতভাবে মজে থাকো দিবসশর্ব্বরী,
জগতআদর্শা হও আশীর্ব্বাদ করি।

ভ্রাতৃহীনযুবক।



The love that rose on stronger wings,
Unpalsied when he met with Death,
Is comrade of the lesser faith
That sees the course of human things.

Tennyson.

১

দেখাবার হ'ত যদি হৃদয়যাতনা,
হৃদয়মন্দিরদ্বার,
খুলি রাখি অনিবার
দেখাতাম জনে জনে মরমবেদনা,
দেখাবার হ'ত যদি হৃদয়যাতনা !

২

যেইরূপ শারদীয় শুধাংশুশোভন,
প্রকাশি কিরণরাশি,
তামসীর তমো নাশি,
পশ্চিম অচলে পরে করিলে গমন
সন্তাপিত হয় যত জগতের জন ;

৩

সেরূপ কালের কোলে হয়েছে নিহত,
নিজগুণ প্রদর্শনে,
মুগ্ধ করি সর্ব্বজনে,
গিয়াছে ত্যাজিয়া আজ বহুদিন গত,
রয়েছি আমরা সবে হয়ে মর্ম্মাহত।

৪

চলিয়া গিয়াছে ত্যাজি চিরদিন তরে,
আসিবে না পুনর্ব্বার,
হাসাবে না হৃদি আর,
বিলীন ও শশী কাল করাল অম্বরে,
চির দিন তরে হায় চিরদিন তরে।

৫

জাগিয়া উঠেছে হৃদে যত স্মৃতিস্তর,
অতীত বিষয় যত,
মনে উঠি অবিরত,
দিতেছে হৃদয়ে তাই যাতনা বিস্তর,
স্তরে স্তরে জাগিয়াছে যত স্মৃতিস্তর।

৬

তাইতো বিগত স্মৃতি বাড়ায় যাতনা,
মনে উঠে সেই হাসি,
চখের সম্মুখে আসি,
যেন ভাসে মনে পড়ে সেই মুখ খানা,
আমি হাসি আজ বল সে কেন হাসে না!

৭

তাইতো বিগত স্মৃতি বাড়ায় যাতনা,
জাগে মুখশতদল,
জাগে মনে অশ্রুজল,
আমি কাঁদি সে কোথায় একি বিড়ম্বনা!
তাইতো বিগত স্মৃতি বাড়ায় যাতনা!

৮

এবে যে আঁধার হৃদি এবে যে আঁধার,
স্নেহে প্রেমে মেশামেশি,
স্নেহেতে প্রেমের হাসি,
সুধার সুধারারাশি দেখিব কি আর!
কোথায় গেলি রে ভাই মন্মথকুমার।

৯

চলিয়া গিয়াছে ত্যাজি চির দিন তরে,
আসিবে না পুনর্ব্বার,
হাসাবে না হৃদি আর,
বিলীন ও শশী কাল করাল অম্বরে,
চির দিন তরে হায় চির দিন তরে।

১০

তুমিতো স্বর্গের ফুল স্বর্গে ফুটে আছ,
ভবে ক্ষণকাল তরে,
সৌরভ বিস্তার করে,
মজায়েছ সবে একি মায়া পাতিয়াছ,
তুমিতো স্বর্গের ফুল স্বর্গে ফুটে আছ।

১১

তুমিতো স্বর্গের ফুল স্বর্গে ফুটে আছ,
যাঁহার উদ্যান ফুল,
তাঁর তরে সদাকুল,
পিতার অঙ্কেতে পুত্র কিবা শোভিয়াছ,
তুমিতো স্বর্গের ফুল স্বর্গে ফুটে আছ।

১২

তুমিতো স্বর্গের ফুল স্বর্গে ফুটে আছ,
যার ধন তার করে,
যার পুত্র তার ঘরে,
মোরা কেন কাঁদি একি মায়া পাতিয়াছ !
তুমিতো স্বর্গের ফুল স্বর্গে ফুটে আছ।

১৩

মুখে হাসি ভাল যদি ভাসে চির দিন,
নতুবা ক্ষণেক তরে,
শোভিয়া বদনোপরে,
মুখে উঠে মুখহাসি মুখেতে বিলীন,
শিশিরসম্পাতে মাত্র বিনাশে নলিন।

১৪

যদি না হাসিবে গৃহ চিরদিন ধরে,
কেন রে নিমেষ তরে,
শোভিলেক গৃহোপরে,
চপলা চঞ্চল চক্ষে কাঁপাল অম্বরে,
ক্ষণকাল তরে হায় ক্ষণকাল তরে।

১৫

বয়সে পতন মর ভুবনের রীতি,
তবে কেন পরমাদ,
ঘুচাইল সব সাদ,
হরিল বুকের ধন একি রে অনীতি,
হায় দুরাচার যম ক্রূর দুষ্টমতি!

১৬

পরা'ল শোকের বাস আত্মীয় স্বজনে,
কাঁদাইল দুরাচার,
করিলেক ছারখার,
দগ্ধকরি সর্ব্বজনে শোকের দহনে,
জীবন সংশয় এবে শমনপীড়নে।

১৭

একি অবিচার ওরে দুরাচার যম,
না হতে সময় কেন,
হরিলি মূরতি হেন,
পাষাণে কি গড়া হৃদি নির্দ্দয় নির্ম্মম,
একি অবিচার ওরে দুরাচার যম।

১৮

সংসার ললাম আহা কুসুম শোভন,
সংসার উদ্যানোপরে,
ফুটে ছিল আলোকরে,
কেন রে ছিঁড়িলি সেই কুসুমরতন,
প্রমোদ কানন হ'ল অরণ্য বিজন।

১৯

প্রমোদ কানন আজ অরণ্য বিজন,
ফুটিবে না ফুল আর,
বিস্তারি সৌরভভার,
বহুদিন আগে মূল ছিঁড়েছ নির্ম্মম,
পাষাণে গঠিত হৃদি দুরাচার যম।

২০

ফুটি ও সুন্দর ফুল শুদ্ধ ভূমি'পরে,
উজলিল নিজগুণে,
মুখে হাসি টেনে টুনে,
অকৃত্রিম হাসি রাখি অতীত অন্তরে,
মুখে হাসি শোকভরা অন্তরে অন্তরে।

২১

দারিদ্র্য-অনলে যত মনের উল্লাস,
একে একে দগ্ধ করি,
দিবা নিশা ঝরঝরি,
ঝরা'তো আপাঙ্গে বারি ঘুচা'তো হুতাশ,
কাটা'তো ভূতলে কাল হইয়া উদাস।

২২

আহা কি সুন্দর মুখ নাহি তুলা তার,
অমল কমল জ্ঞান,
সুবিমল সে বয়ান,
বিমল বাসনা চিতে মন পরিস্কার,
কোথায় গেলি রে ভাই মন্মথকুমার।

২৩

এবে যে আঁধার হৃদি এবে যে আঁধার,
স্নেহে প্রেমে মেশামেশি,
স্নেহেতে প্রেমের হাসি,
সুধার সুধারা রাশি দেখিব কি আর,
কোথায় গেলি রে ভাই মন্মথকুমার।

২৪

চলিয়া গিয়াছ ত্যজি চির দিন তরে,
আসিবে না পুনর্ব্বার,
হাসাবে না হৃদি আর,
বিলীন ও শশী কাল করাল অম্বরে,
চির দিন তরে হায় চির দিন তরে।

২৫

এই কিরে মাতৃভক্তি সোদর সুজন,
দেখিলে যে অশ্রুঝরা,
হোত হৃদি শোকভরা,
ঝরঝর ঝরে ঝরি ঝরিত নয়ন,
নীরবে আকুলপ্রাণে করিতে ক্রন্দন।

২৬

কেমনে নীরবে হায় রয়েছ সুজন,
হয়ে আজ মর্ম্মাহতা,
তব মাতা ধরাগতা,
কেঁদে কেঁদে তব তরে অন্ধ দুনয়ন,
কে আর বলিবে তাঁয় সান্ত্বনা বচন!

২৭

কেমনে নীরবে ভাই দেখিছ ক্রন্দন,
কাঁদেনা কি প্রাণ মন,
হওনা কি উচ্চাটন,
বসনে চাপিতে ওই সজল বদন ?
এই কিরে মাতৃভক্তি সোদর সুজন !

২৮

এই কিরে মাতৃভক্তি সোদর সুজন,
অন্ধকার মাতৃমুখ,
হেরিলে পাইতে দুখ,
গলিত ও গলা হৃদি ঝরিত নয়ন,
কেমনে নীরবে আজ দেখিছ ক্রন্দন !

২৯

কেমনে নীরবে আজ দেখিছ ক্রন্দন,
বাসনা ছিলরে মনে,
কোন দিন কোন ক্ষণে,
ঘুচাবে মায়ের দুখ হাসাবে বদন,
কেমনে নীরবে ভাই দেখিছ ক্রন্দন !

৩০

কেমনে নীরবে ভাই দেখিছ ক্রন্দন,
তুমি অঞ্চলের ধন,
একমাত্র পুত্রধন,
ডাকিতে মধুর বোলে নাহি কোন জন,
তোমা বিনা অন্ধকার এবে ত্রিভুবন !

৩১

তোমা বিনা অন্ধকার এবে ত্রিভুবন,
অনশনে অনিদ্রায়,
দিবানিশি কেটে যায়,
পরণে বসন তরে লজ্জা নিবারণ,
তোমা বিনা অন্ধকার এবে ত্রিভুবন।

৩২

তোমা বিনা অন্ধকার এবে ত্রিভুবন,
জীবিত এ ভবতলে,
দগ্ধ হতে শোকানলে,
নীরবে সহিতে হায় যমের পীড়ন,
কে সহিবে জ্বালা তাই আছে রে জীবন !

৩৩

কে সহিবে জ্বালা তাই আছে রে জীবন,
কাষ্ঠপুত্তলিকা প্রায়,
দিবারাত্র কেটে যায়,
নাহিকো অমল চিতে বিমল মনন,
নিস্তেজ অবশ আজ সন্তপ্ত জীবন !

৩৪

অপাঙ্গ ফাটিয়া মাত্র বহে শতধারা
নীরব আকুল মন,
বক্ষে শোকহুতাশন,
কতদিন বাঁচিবেন হয়ে পুত্রহারা,
ঘুচিবে রে কতদিনে এই অশ্রুধারা।

৩৫

তুমিতো স্বর্গের ফুল স্বর্গে ফুটে থাকো,
বারেক মরতে আসি,
জননীর মুখহাসি,
বারেক প্রকাশি দগ্ধ প্রাণখানি রাখো,
তুমিতো স্বর্গের ফুল স্বর্গে ফুটে থাকো।

৩৬

একি ভাই ভ্রাতৃভক্তি এই কি তোমা'র,
আনন্দ দেখিলে হাসি,
দুঃখে নেত্রনীরে ভাসি,
কাঁদিতে আকুল প্রাণে, যাতনা অপার
সঞ্চারিত হৃদে, কোথা সে ভাব তোমার ?

৩৭

ভাই রে কোথায় গেল সে ভাব তোমার,
তোমা ধনে হয়ে হারা,
কাঁদিয়া হলেম সারা,
কেন রে করেনা প্রাণ আজ হাহাকার,
তাই বলি কোথা গেল সে ভাব তোমার,

৩৮

তুমি তো যত্নের ধন পালিত যতনে,
সকলের আশাস্থল,
মাতৃজীবনের বল,
তব মুখ চেয়ে সবে ধরিত জীবনে,
হারায়ে তোমাকে সবে বাঁচিবে কেমনে।

৩৯

হারায়ে তোমাকে মোরা বাঁচিব কেমনে,
শুনে মুখে হাহাকার,
মুছাইতে অশ্রুধার,
অভাগা দাদার কথা পালিতে যতনে,
বারেক পালিতে কি রে আসিবি ভুবনে ?

৪০

আহা কত আশাবীজ করিয়া বপন,
দুই ভায়ে সযতনে,
সেবিতাম প্রাণপণে,
ভবিষ্য জগৎপানে করি নিরীক্ষণ,
কে আর করিবে এবে সলিল সিঞ্চন।

৪১

কে আর করিবে এবে সলিল সিঞ্চন,
শোকের দহনে ভাই,
হৃদয় কাননে তাই,
যত আশাঙ্কুর ছিল ত্যাজিছে জীবন,
এস ভাই উভে করি সলিল সিঞ্চন।

৪২

এস ভাই উভে করি সলিল সিঞ্চন,
কিছুদিন গত হলে,
আশালতাফুলফলে,
ঘুচাবে হৃদয়দুঃখ হাসাবে বদন,
এস ভাই উভে করি সলিল সিঞ্চন।

৪৩

কিম্বা কাজ নাই করে সলিল সিঞ্চন,
একবার আয় আয়,
জুড়াক্ তাপিত কায়,
বারেক নেহারি তোর সুধাংশুবদন,
কাজ নাই করে ভাই সলিল সিঞ্চন।

৪৪

ক্ষণতরে শোক তাপ দূরে চলে যাক্,
ভবের ভাবনা যত,
ক্ষণতরে হোক্ গত,
ভবের যন্ত্রণা সব দূরে পড়ে থাক্,
দুই চখে প্রেম-অশ্রুস্রোত বয়ে যাক্।

৪৫

অভাগা দাদার কথা পালিতে যতনে,
বিলম্ব করিছ কেন,
তোমার ব্যাভার হেন,
দেখি নাই কভু আমি অতীত জীবনে,
বিলম্ব করিছ ভাই বল কি কারণে ?

৪৬

আসিতে ভূলোকে যদি মনে ঘৃণা হয়,
চাইনা স্বর্গের চাঁদ,
অথবা মোহনফাঁদ,
আনিতে মধ্যম লোকে জানিও নিশ্চয়,
নিজ গুণে স্বর্গরাজ্য কর জ্যোতির্ম্ময়।

৪৭

তোমার পবিত্র ছবি সারল্যে গঠিত,
তোমার সরল প্রাণে,
নাহিকো কোনও স্থানে,
পাপের কালিমা রেখা জানিও নিশ্চিত,
তোমার পবিত্র ছবি সারল্যে মণ্ডিত।

৪৮

ত্রিদিব সমাজে তাই সতত রাজিছ,
দেবজন মনোলোভা,
অমরাবতীর শোভা,
পরাণ ভরিয়া ভাই সতত দেখিছ,
ভোলা খোলা প্রাণ লয়ে সতত খেলিছ।

৪৯

পাপী আমি, নাহি মোর কোন পুণ্যবল,
জীবন সংগ্রামে যদি,
পারি মৃত্যুকালাবধি,
লভিতে সামান্য কিছু শুভ পুণ্যবল,
এই আশা ভিন্ন অন্য নাহিকো সম্বল।

৫০

সেই পুণ্য তব কাছে যদি নিয়ে যায়,
স্বর্গের তোরণে ভাই,
যেন ডেকে দেখা পাই,
তব মুখ দেখে যেন ভয় দূরে যায়,
রহিলাম সেই শুভদিন প্রতীক্ষায়।

ভগিনীহীনযুবক।



Youth and the opening rose
May look like things too glorious for decay,
And smile at thee—but thou art not of those
That wait the ripened bloom to seize their prey.

Mrs. Hemans.

১

একে একে বহুদিন হইয়াছে গত
তবু জাগে মনে—
তবু পড়ে মনে সেই মুখশতদল
প্রতি ক্ষণে ক্ষণে,
শোকানল জ্বলে উঠে
মরমের দ্বার টুটে,
বিষম শোকের জ্বালা,
এ শোকদহনে
পাশরিব কতদিনে!
ভুলিব কেমনে!

২

ভুলিতে তো চাই কিন্তু পারি কি ভুলিতে
একি বিড়ম্বনা !
মনে ভাবি কাঁদিব না বুঝে কি পরাণ
বিষম যাতনা !
জনম মতন হায়,
পাবনা দেখিতে তায়,
কেন কাঁদি তার তরে
আর কাঁদিব না,
ঘুচে যাক্ জন্মমত
হৃদয়যাতনা !

৩

ঈশ ! কিবা মায়াডোরে বেঁধেছ জগতে,
বিচিত্রবন্ধন !
সকলি বিচিত্র তব মোরা ঘুরে মরি
সম্বল ক্রন্দন !

অনিত্য সংসারালয়,
কেবা কতদিন রয়,
বুঝেতো বুঝিনা মোরা
কি মায়াবন্ধন !
মোহাবেশে অবিরত
করি যে ক্রন্দন !

৪

অসার সংসার এই সার মাত্র তুমি
যে পারে বুঝিতে,
সংসার সংগ্রামে প্রকৃত বীরের মত
সে পারে যুঝিতে,
হৃদয়নন্দনধনে,
সঁপি জীবনিসূদনে,
আঁখি দুটী তব পানে
তুলি হৃষ্টমনে,
বলে নাথ, যা করিলে
মঙ্গল কারণে।

৮

এস এস অশ্রুজল, অপাঙ্গ ভেদিয়া
ক্ষণকাল তরে,
নিবাও হৃদয়জ্বালা শান্তিবারিরাশি
বরষণ করে,
কল্পনার চক্ষে হায়,
নিরীক্ষণ করি তায়,
উদাস পরাণে আহা
সযতনে অতি,
বারেক স্মরণ করি
মোহিনী মূরতি।

৯

মোটে ফুটে নাই সবে কুসুমের কলি
সৌরভে আকুল,
গরিবের ঘর করেছিল আলোময়
উপমা অতুল,

বদনে সরল হাসি,
দশদিক সুপ্রকাশি,
উজলিল দিনকত
সরগের ফুল,
এবে সবাকার তাই
ভাসিছে দুকূল।

১০

বালিকা বয়সে কিন্তু অতি সুচতুরা
সদা হৃষ্টমতি,
ভোলা খোলা মন তার বিনয়ের যেন
জ্বলন্তমূরতি,
যেন সারল্যগঠিত,
যেন সারল্যমণ্ডিত,
সারল্যের ছবিখানি
পরিপাটি অতি,
মোহিনীমূরতি যেন
মোহিনীমূরতি।

১১

গরিবের ঘরে হায় জনম তাহার
মেয়ে গরিবের,
জগতের চোখে সেই দুঃখেতে পালিত
জনম দুঃখের,
মলিন বসন আর,
বিরল ভূষণ তার,
কিন্তু আহা হাসিটুকু
ছিল সারল্যের,
প্রকাশিত যাহে তার
জনম সুখের।

১২

এমন সরল প্রাণ সরল বিচার
যে ঘরে রাজিত,
সে কি গরিবের ঘর দেবমনোলোভা
দেবতাবাঞ্ছিত,

সংসারজলধিমাঝে,
আশ্বাসতরণী রাজে,
তাই বলি সেই ঘর
দেবতা বাঞ্ছিত,
ওরূপ পুণ্যের ছবি
যে ঘরে রাজিত !

১৩

একে খোলা প্রাণ তায় পুণ্যের বিচার
কি মধুর ভাব,
এ ভাব দেখিবামাত্র ঘুচে যায় যত
হৃদয়ের তাপ,
পরমেশ তাই বুঝি,
গরিবের ঘর খুঁজি,
দিয়াছেন ঢালি তায়
যত পুণ্যভাব,
ঘুচাইতে পুণ্যভাবে
হৃদয়ের তাপ।

১৪

প্রদোষ কালেতে যবে মেদুর সমীর
ধীরে ধীরে বয়,
প্রাঙ্গন ভূমিতে হায় ভ্রমিতে ভ্রমিতে
কত মনে হয়,
কত কাঁদি কত হাসি,
কত মতে দুঃখরাশি,
মনে উঠে মনমাঝে
হয়ে যায় লয়,
নীরবে মানস মম
কত কথা কয়।

১৫

তরুশাখে ডাকে পাখী তার ডাক শুনি
কাঁদি তার স্বরে,
কভু কারো গান শুনে আনন্দেতে মাতি
মনপ্রাণ হরে,

অতীতকরমরাশি
চক্ষের সম্মুখে ভাসি,
ভেসে ভেসে কোন্ খানে
সবগুলি সরে,
কিছুই বুঝিতে নারি
ভাবি তার তরে।

১৬

মাঠ হ'তে গোঠে গোঠে আসে যত গাভী
উড়াইয়া ধূলি,
পিছে পিছে ধাইছে বৎসতর গুলি,
ঊর্দ্ধে পুচ্ছ তুলি,
মোদের ধবলী গাই,
গুটি গুটি আসে তাই,
মনে হয় উঠে তার
কথা গুলি সব,
মনমরা আসে কেন
জানেন মাধব।

১৭

গাভীতো অবলা জাতি নাহি তার বুলি
আছে আঁখিজল,
খেদ প্রকাশিতে তার নাহি শক্তি তবু
আঁখি ছল ছল,
জানা'তে মনের ভাব,
জানা'তে মনের তাপ,
তাই ঝর ঝর ঝরে
তার আঁখি জল,
আকুল পরাণে কাঁদে
মোদের ধবল।

১৮

গাভীতো অবলা জাতি আছে তার জ্ঞান
বুঝে সে আদর,
আদর করিত কত সুমতি ভগিনী মোর
তাই দর দর,
ঝরে তার গণ্ডস্থলে,
তাই সন্ধ্যাকাল হলে,

নীরবে দাঁড়ায় আসি
দৃশ্য মনোহর,
প্রাঙ্গনের পাশে ঝরে
আঁখি ঝর ঝর।

১৯

যা চলি ধবলী কেন ভাস আঁখি জলে
ভাসাও বদন,
উদাস পরাণ লয়ে মিছে কেন বল
করিছ রোদন!
জনম মতন হায়,
পাবেনা দেখিতে তায়,
কেন মিছে তার তরে
করিছ রোদন,
ধবলী রে কেন আর
ভাসাও বদন!

২০

ধবলী রে আর কি রে পাবি সেই ধনে
পাবি কিরে আর!

শুনিবি কি পুনঃ বল মধুমাখা সেই
কথা গুলি তার !
পুনঃ গলা খানি ধরে,
পুনরায় মিষ্টস্বরে,
আর কি করিবে সেই
তোরে রে আদর,
ধবলী রে সেই ধনে
পাবি কিরে আর !

২১

অলীক আশায় বৃথা ঘুরিতেছ তুমি
পাবে না তাহারে,
মায়াফাঁদে পড়ি কেন ভ্রমিতেছ সদা
বলগো আমারে,
আছে কি রে কিছু ফল,
বল্ রে ধবলী বল,
মায়াফাঁদে পড়ি ধবী
খুঁজিছ যাহারে,

গিয়াছে জনমতরে
পাবে না তাহারে !

২২

কিন্তু ধবী কি বলিব তুমিতো অজ্ঞান
আমিতো মানব,
ভ্রমজালে বল আমি কেন তবে পড়ি
জানেন মাধব,
মায়ার নিকটে তাই,
জ্ঞানের বিচার নাই,
ভ্রান্তিমদে কেন মাতি
আমিতো মানব,
কিরূপে ঘুচিবে ভ্রম
জানেন মাধব।

২৩

একাকী যখন ধবী চিন্তার সাগরে
হই নিমগন,
মোহিনীমূরতি এক দেখি যেন ধবী
আসিতে তখন,

আমাদের ইন্দুমতি,
ভোলা খোলা প্রাণ অতি,
কোথা হতে এলো মুখে
দাদাসম্বোধন,
চেয়ে দেখি আর নাই
এই বা কেমন !

২৪

একি মোহমায়া নাগো মায়ার স্বপন
বুঝিতে পারি না,
একি ভ্রান্তিজাল নাগো ভ্রান্তিবিজৃম্ভন
কিছুই বুঝিনা,
স্বপনের বশে যেন,
আসে মনে লয় হেন,
স্বপনভাঙ্গিলে কোথা
কিছুই জানি না,
তাই বলি ধবী ভ্রম
ঘুচাতে পারি না।

২৫

ওই পড়ে আছে দেখ তার খেলাঘর
দেখ চেয়ে সেথা,
তোলা আছে দেখ তার ক্রীড়ার পুতুল গুলি
দেখ চেয়ে হেথা,
ভুলেছে অনেকে হায়,
মনে আর নাই তায়,
কিন্তু ধবী তুই আর
আমি ভুলিনাই,
নীরবে মনের খেদে
কাঁদিতেছি তাই।

২৬

ঈশ, কিবা মায়াডোরে বেঁধেছ জগতে
বিচিত্র বন্ধন,
সবই বিচিত্র তব মোরা ঘুরে মরি
সম্বল ক্রন্দন,
অনিত্য সংসারালয়,
কেবা কয় দিন রয়,

বুঝেতো বুঝিনা মোরা
কি মায়াবন্ধন,
মোহাবেশে অবিরত
করি যে ক্রন্দন !

২৭

অসার সংসার এই সার মাত্র তুমি
যে পারে বুঝিতে,
সংসার সংগ্রামে প্রকৃত বীরের মত
সে পারে যুঝিতে,
হৃদয়নন্দনধনে,
সঁপি জীব নিসূদনে,
আঁখি দুটী তবপানে
তুলি হৃষ্টমনে,
বলে নাথ যা করিলে
মঙ্গল কারণে।

২৮

একে একে বহুদিন হইয়াছে গত
জনমেরি তরে,

চলেগেছে ইন্দুবালা আসিবেনা পুনঃ
পরাণ বিদরে,
চলেগেছে ইন্দুমতি,
ভোলা খোলা প্রাণ অতি,
কাজ গুলি যেন তার
জ্বলন্ত মূরতি ধরে,
আজো আছে তাই
মোর মনপ্রাণহরে।

২৯

বয়সে বালিকাছিল কাজগুলি তার
বালিকার নহে,
তাহার করমে ছিল সরগের ছবি ফলা
মনপ্রাণ দহে,
সরল বিচার তার,
পুণ্যের মাধুর্য্য আর,
হোমগন্ধবৎ আজো
চারিভিতে বহে,

তাই আজো মন প্রাণ
তার তরে দহে।

৩০

যদিও দহিছে প্রাণ তার তরে বটে
সুন্দর মরণ,
মরণের কথা তার ভাবি যবে আমি
নিবেগো দহন,
মৃত্যুর উপরে জয়,
লভেছিল মনে হয়,
তাই শান্তিময় ছিল
তাহার বদন,
সুখের মরণ তার
সুখের মরণ।

৩১

প্রাণপাখী যবে ওদেহ পিঞ্জর হতে
চলে গেল তার,
কিছু আগে একবার 'মা' বলে ডাকিল
ভগিনী আমার,

সরগ মাতার কোলে,
লুকাইল মধুবোলে,
ডাকিতে ডাকিতে হায়
ভগিনী আমার,
ভয় কি শমনে বল
ভয় কি তাহার।

৩২

ভোলা খোলা প্রাণ যার সরল বিচার
পবিত্র জনম,
সংসার কুহকে পারে নাই ভুলাইতে
করমে ধরম,
ধর্ম্মেতে সুমতি যার,
অমোঘ শকতি তার,
শমনে কি ভয় বলো
কি করিবে যম,
কি করিবে যম তার
সে যে যম-দম।

৩৩

সরগের রথে চড়ি গেছ ইন্দুবালা
নন্দন কাননে,
মোদের অবোধ মন কেঁদে হলো সারা
ভুলিব কেমনে,
শিখায়েছ যে মরণ,
তাই ভাবি অনুক্ষণ,
তোমামত মরে যেন
সুরলোকে যাই,
যম-দম হয়ে ভবে
জীবন কাটাই।

সম্পূর্ণ।

'নিভৃতবিলাপ' দর্শনে কতিপয় সংবাদপত্রের ও পণ্ডিতগণের অভিপ্রায়।

রিপণকলেজের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃত অধ্যাপক পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত উমাচরণ তর্করত্ন মহোদয় লিখিয়াছেন,—বাবা! তোমার নিভৃতবিলাপ কাব্য খানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। তুমি নূতন কবি হইলেও তোমার এই কাব্যে রচনাচাতুর্য্য, ভাবোচ্ছ্বাস প্রভৃতি কোন গুণেরই অভাব নাই। স্থানে স্থানে পাঠ করিয়া আমাকে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছে। এই গ্রন্থ খানি ক্ষুদ্রাবয়ব হইলেও ইহা সমস্ত কাব্যগুণে সমলঙ্কৃত। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে তুমি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া কাব্যজগতে একজন কবি বলিয়া পরিচিত হও। ইতি—

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীউমাচরণ শর্ম্মা
হাতিবাগান ষ্ট্রীট্।

নিভৃতবিলাপ কাব্য—শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার প্রণীত, উৎকৃষ্ট স্বদেশী কাগজে মুদ্রিত। ছাপা পরিষ্কার, বাঁধান উত্তম। মূল্য ১৲ একটাকা। পুস্তক পাঠে যেরূপ প্রীত হইয়াছি, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র নিম্নে প্রকাশিত হইল।

প্রচ্ছন্নক্ষেত্রে আজি যে অঙ্কুরোদ্গম পরিলক্ষিত হইল, তাহাতে সম্পূর্ণ আশা হইতেছে, ইহা অচির পরিবর্দ্ধনের সহিত স্নিগ্ধ ছায়াদানে পরিতৃপ্ত প্রাণে শান্তিহিল্লোল প্রবাহিত করিতে পারিবে। পূর্ব্ববর্ত্তী অমর কবিগণের স্বর্গীয় প্রতিভার অনুসরণে বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রে যাঁহারা প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে এই নবীন প্রতিভার পরিচয় দিতে বড়ই আনন্দ অনুভূত হইতেছে। এই কিশোর কবির কবিত্ব শক্তিতে এমন একটু অভিনব সৌন্দর্য্যের আভাস পাওয়া যায়, যাহাতে ইহাকে উচ্চস্তর মধ্যে স্থান পাইবার উপযুক্ত বলিয়া

বিশ্বাস হইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে কবি হৃদয়বান্। কবির হৃদয়ে প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা ও সহানুভূতি আছে। হৃদয়ের লক্ষ্যও উচ্চ। যাঁহারা কাব্য খানি বুঝিয়া পাঠ করিবেন, তাঁহারাই অবশ্য অনুভব করিতে পারিবেন, কেন আমরা এই কোমল নবীন প্রতিভার এতদূর সমাদর প্রয়াসী হইয়াছি।

'গ্রন্থকারের নিবেদন' শীর্ষক ভূমিকায় গ্রন্থকার যে কেবলমাত্র বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়াছেন এরূপ মনে করি না; তিনি যে গদ্য রচনায় সুনিপুণ তাহারও প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

সোমপ্রকাশ, ৩০শে পৌষ ১৩১৩।

অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় স্থল হইতে উদ্ধৃত ;—

"Nivrita Billap" by Priodarshan Haldar Price Rs. 1.

The poet in his preface, takes the public into his confidence and imparts the information that the book has been highly spoken of by some Pandits and then enters on a learned dissertation on poetry and prose in which quotations are liberally made from English and Sanskrit pieces. The pieces, they are all longish, are in memoriam, written on the death of relatives and friend &. Some of the stanzas certainly read well; but for ourselves we do not exactly see the utility of such publications as "Nivrita Billap," either on practical or sentimental grounds. The evidence that the author has given of his power, however, leads us to hope that when he takes up livelier or more useful topics for his song, he will be more widely and largely appriciated than he can expect by his present literary venture.

Amrita Bazar Patrika, 10th January.

বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রশংসিত সংস্কৃত 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি,' বাঙ্গালা 'সদ্ভাব রত্নাকর' ও সদ্ভাবসুধাসিন্ধু' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা পণ্ডিত কামিনীকুমার কবিচন্দ্র মহোদয় লিখিয়াছেন ;—

এই নিভৃত বিলাপ নামক পুস্তক থানি প্রিয়দর্শন বাবুর বাল্যকালে রচিত, ইহা সময়ে মুদ্রাঙ্কিত হয় নাই। কিছু দিন হইল, পুস্তক থানি সংশোধনার্থ আমার হস্তে সমর্পণ করেন ; তন্নিবন্ধন আমাকে ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে হইয়াছিল। আমি যত্নের সহিত ইহার পর্য্যালোচনা করিয়াছি। দেখিলাম, ইহার রচনা সরল, ললিত, মধুর ও সদ্ভাবপূর্ণ ; ইহার সর্ব্বত্রই গ্রন্থকার কবিত্বের নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন। এ স্থলে আরও কয়েকটী কথা না লিখিয়া লেখনী সঞ্চালন সংবরণ করিতে পারিলাম না। ইনি কপোতাক্ষী নদীর তীরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, বোধ হয় সেই জন্যই ইঁহার কবিত্ব সহজাত, কারণ মহাকবি মহাত্মা মাইকেল মধুসূদনও উক্ত নদীর তীরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ স্থানটী কি কবিত্বের আকর? অথবা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বিদ্যা ও কবিত্বগুণ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছে। নচেৎ বাল্যকালেই ঈদৃশী রচনাশক্তি কদাচই সম্ভবিতে পারে না। মহাপণ্ডিত চাণক্য দেব লিখিয়া গিয়াছেন,—

পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতা বিদ্যা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং ধনং।
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতংপুণ্যমগ্রে ধাবতি ধাবতি ॥

কেবল চাণক্যদেব কেন, মহাকবি কালিদাসও কুমারে পার্ব্বতীর বিদ্যাবর্ণন স্থলে প্রয়োগ করিয়াছেন,—

তাং হংসমালাঃ শরদীব গঙ্গা-
মিবৌষধীর্নক্ত মিবাত্মভাসঃ।
স্থিরোপদেশামুপদেশকালে
প্রপেদিরে প্রাকৃতনজন্মবিদ্যাঃ ॥

ফল কথা প্রিয়দর্শন বাবু কবিত্বরূপ মহারত্নের আকর, সুমধুর অপূর্ব্ব ফলের তরু। মানুষ হইলেই পণ্ডিত হয় না, এবং পণ্ডিত হইলেই কবি হইতে পারে না, ও কবি হইলেই সকলে সুন্দর শব্দবিশিষ্ট সদ্ভাবসম্পন্ন সৎকাব্য লিখিতে সমর্থ হন না। কবিত্ব অতি দুর্লভ পদার্থ।

খনৌ খনৌ ন সদ্রত্নং সুবৃক্ষো ন বনে বনে।
জলে জলে ন চাম্ভোজং কবিত্বং ন জনে জনে॥

কেবল সদ্ভাবের সমাবেশ সুকবির লক্ষণ নহে, সুন্দর শব্দ যোজনা না হইলে কাব্য লোকপ্রিয় হয় না। মহাকবি ভারবি লিখিয়াছেন,—

প্রিয়ং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ।

প্রিয়বাবুর নিভৃতবিলাপ নামক কাব্য যেমন সদ্ভাবপূর্ণ ইহার পদ-কদম্বকও তেমনই লোকপ্রিয় ও মনোহর, প্রিয়পদাবলী প্রয়োগ প্রভাবে, এক্ষণে গ্রন্থকারের প্রিয়দর্শন নামটী সার্থক হইল। গ্রন্থখানি বহুগুণে সহৃদয় সাধুগণের হৃদয়মন্দিরে উচ্চ আসন অধিকার করিবে সন্দেহ নাই।

গ্রন্থ খানির অনেক গুণের কথাই লিখিত হইল, কিন্তু নির্দ্দোষ নহে। দোষের স্থলে এই বলিতেছি যে গুণাপেক্ষা দোষের ভাগ অনেক অল্প; অল্প দোষ গুণাধিক্যে গণ্য নহে। মহাকবি কালিদাস কুমারে হিমালয় বর্ণনা স্থলে লিখিয়াছেন,—

একোহি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেম্বিবাঙ্কঃ॥

অর্থাৎ গুণসমূহে অল্প দোষ চন্দ্রের কিরণ রাশিতে তদীয় সামান্য কলঙ্ক চিহ্নের ন্যায় নিমগ্ন হয়।

উপসংহার স্থলে এই মাত্র প্রার্থনা যে, করুণাময় জগদীশ্বর প্রিয় বাবুকে দীর্ঘজীবী করুন ও ইনি সুস্থ শরীরে সৎকাব্য লিখিয়া পৃথ্বীতলে কীর্ত্তি বিস্তার করিতে থাকুন।

২৮শে পৌষ
১৩১৩ সাল।

শ্রীকামিনীকুমার কবিচন্দ্র।
সিটিকলেজিয়েট্ স্কুল, এস্ ব্রাঞ্চ।